চিন্তা-মুঞ্জরী।

শ্রীশশিভূষণ মজুমদার
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা।

গুপ্তপ্রেশে
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
সন ১৩১২ সাল—ভাদ্র।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

ভূমিকা।

অনেক দিন হইল, অবকাশকালে কতকগুলি কবিতা-রচনার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেই চেষ্টার ফলে একখানি খাতা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান "চিন্তা-মুঞ্জরী" সেই কীটদষ্ট খাতারই মুদ্রিত-মূর্ত্তি। "চিন্তা-মুঞ্জরী" বস্তুতঃ প্রকাশ-যোগ্য কিনা, তাহা বিচার করিবার শক্তি আমার নাই। তবে ইহা বলিতে পারি যে, "চিন্তা-মুঞ্জরীতে" আমার প্রাণের কথা আছে এবং বালকদিগের হস্তে এখানিকে পাঠ্যরূপে অর্পণ করিলে, ইহা হইতে তাহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা কিছুমাত্র নাই।

এখন সুধীবৃন্দের অনুকম্পা ও উৎসাহই আমার প্রধান ভরসা ও সাহস। গ্রন্থে ভ্রমত্রুটী থাকিবার সম্ভাবনা পদে পদেই; তাহার উপর মুদ্রাকর-প্রমাদও বহুল পরিমাণেই বর্ত্তমান। আশা করি, সর্ব্বংসহ বাঙ্গালী পাঠক এগুলি সহিয়া লইবেন।

নিবেদন মিতি—

কলিকাতা
ভাদ্র।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

চিন্তা-মঞ্জরী

ঈশ্বর।

প্রাচীন মানবগণে　　চারিদিক বিলোকনে
　সুন্দর উজ্জ্বল যাহা করিত দর্শন,
　তোমা ভাবি তা সবায় করিত অর্চ্চন।
　চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা অনিল অনল,
　পূজিত ভকতি ভরে বিস্ময় বিহ্বল।

২

ক্রমে কাল গত হ'লে　　তোমার বিধান বলে
　প্রশস্ত হৃদয় যবে হইতে লাগিল,
　একে একে সব ভ্রম বুঝিতে পারিল।
　এ ভাবে ভাবনা তোমা উচিত না হয়,
　বিশ্বের বিধাতা কভু সীমাবদ্ধ নয়।

৩

ইন্দ্র আদি দেব গণে,　　ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচনে,
　ক্রমে ক্রমে করে তারা অর্চ্চনা সবায়,
　মনঃ পূত তবু যেন না হইল তায়।
　জ্ঞানের উন্মেষ যত হইতে লাগিল,
　সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে প্রবেশিল।

৪

তাই আর্য্য ঋষিগণ, ভাবে হয়ে নিমগন,
গভীর জ্ঞানের তত্ত্বে প্রবেশ করিল,
উপনিষদের কত গাথা বিরচিল ;
দরশনে তব রূপ দরশন আশে
ভিন্ন ভিন্ন মত লয়ে গ্রন্থ পরকাশে।

৫

সাংখ্যের অনন্ত জ্ঞানে পূরুষ প্রধান মানে,
কর্ত্তা ভাবে কেহ * করে ভাবনা তোমার,
বেদান্তের ব্রহ্ম তুমি, কর্ম্ম মীমাংসার ;
পৌরাণিক গ্রন্থে দেখি তব অবতার,
দেব নর পশু মীন কচ্ছপ আকার।

৬

অপর মানব কেহ † পূজে যারা স্থূল দেহ,
তোমার অস্তিত্ব চাহে করিবারে লয়,
বুঝে না যে কর্ত্তা ছাড়া কার্য্য নাহি হয়।
সৃষ্টি আছে স্রষ্টা নাই এ কেমন কথা !
অবাক্ হইয়া যাই, হৃদে লাগে ব্যথা।

৭

তন্ত্র দেয় পরিচয় ঈশ শক্তি রূপা হয়,—
কালী তারা আদি ব'লে প্রকাশে তোমায়,—
বুঝিতে না পারি শুধু বিস্ময় জন্মায় ;
যে ভাবে ভাবুক তোমা যার যেবা লয়,
তব সত্ত্বা বিদ্যমান সর্ব্ব স্থানে রয়।

---

* নৈয়ায়িক। † চার্ব্বাক মতাবলম্বী নাস্তিক।

৮

কিযে তুমি, রূপ তব কে জানে স্বরূপ ভব ?
কে বুঝিবে কিবা খেলা তুমি যে খেলাও,
কে বুঝিবে কত লীলা জগতে দেখাও !
ষড় দরশন তব না পায় সন্ধান,
স্বাভিপ্রেত বিশেষণে করয়ে বাখান।

৯

তাই তোমা নিরাকার, নিরাময় নির্ব্বিকার,
অনন্ত অক্ষয় অজ অনাদি অব্যয়,
অ-বাকামনোগোচর কত জনে কয় ;
আমি মূঢ় নরাধম বুঝিব কেমনে,
আছ তুমি,—এই মাত্র বোধ হয় মনে।

১০

আছ তুমি ; আছ ব'লে বহে বায়ু কুতূহলে,
তাই বাঁচে যত জীব জন্তু অগণন
তৃণ লতা বৃক্ষ গিরি নদী প্রস্রবণ ;
ওই রবি, ওই শশী, ওই ধরাতল,
অসংখ্য তারকা, ওই শোভে নভঃস্থল।

১১

ফুটি ফুল ঝ'রে পড়ে, পুন তাতে ফল ধরে,
সে ফুলের বীজে গাছে পুনঃ ফুল ফোটে,
গিরি হ'তে ছোটে নদী পুনঃ তায় ওঠে ;
তুমি আছ তাই সব সুনিয়মে রয়,
তুমি নাই এ কথা ত সম্ভব না হয় !

১২

তুমি আছ তাই ব'লে, দেখি এ ব্রহ্মাণ্ড তলে
জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ সম্পদ বিপৎ—
জীবের মঙ্গল হেতু রয়েছে সতত।
মানামান লাভালাভ জয় পরাজয়
অশুভের তরে কিছু নহে সুনিশ্চয়।

১৩

অদৃষ্ট বশতঃ হয় যদি ইহা কেহ কয়,
তুমি সেই অদৃষ্টের ফলাফল দাতা;
যে লঙ্ঘিবে তব বিধি, বিধির বিধাতা!
অশেষ যন্ত্রণা তার না হয় খণ্ডন,
লভে সে পরম সুখ, পালে যেই জন।

১৪

ক্ষমা স্নেহ প্রীতি ভক্তি বিবেকাদিকত শক্তি,
যে জীবের যত যোগ্য দে'ছ তাই তারে,
আশ্চর্য্য তোমার দয়া বুঝিতে কে পারে?
না হ'তে ভূমিষ্ঠ জীব যোগাও আহার,
প্রসূতির স্তনে তাই স্তন্যের সঞ্চার।

১৫

ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্থাপনে, পাপ ভার সংহরণে,
অলৌকিক শক্তি দিয়ে সৃজ কোন জনে,
কর সে অদ্ভুত কার্য্য জনমি ভুবনে;
তাই রাম কৃষ্ণ খ্রীষ্ট বুদ্ধাদি সকলে, *
তব অবতার বলি পূজা ধরাতলে।

* অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র অত্যন্ত ধার্ম্মিক প্রজারঞ্জক ও অলৌকি

১৬

না পাইয়া তব তত্ত্ব বেদব্যাস প্রেমে মত্ত,
সাকার আকারে তব করিয়া বর্ণনা,
বৈকল্য দোষের তরে মাগেন মার্জ্জনা ;
তোমার মহিমা প্রভু জানিবে কেমনে !
জানিলে জানা'তে নারে এই লয় মনে।

১৭

অনন্ত গগন-বন ; ভাবি তায় অগণন
প্রকাণ্ড জগৎবৃক্ষ শোভে কত মত ;
দেহ ধারী জীব তায় ফল শত শত ;
তুমি কি সে বনমালী বিরাট আকার
উর্দ্ধে থাকি মূল-শক্তি করিছ সঞ্চার ?

গুণসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ইনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন করেন, প্রজাবর্গের মনোরঞ্জনার্থ পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করেন ; হিন্দুগণ ইহাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ,—"মথুরা" ই'হার জন্মস্থান। দুর্ব্বৃত্ত কংশরাজকে বিনাশ করিয়া ইনি মথুরার রাজা হন। পরে "দ্বারকায়" রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। ভারত যুদ্ধে ইনি সৈন্যবল দ্বারা দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিয়া স্বয়ং পাণ্ডবদিগের হিতানুষ্ঠান করেন। ইনি একজন অশেষ বিদ্যা-বিশারদ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং সর্ব্বগুণান্বিত আদর্শ পুরুষ ছিলেন। এই জন্যই ইনি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

খ্রীষ্ট,—বেথ্লিহাম্ নগর এই মহাত্মার জন্মস্থান। ইনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি ষ্ঠাত দয়া ও আত্মত্যাগ এই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। ইনি ধর্ম্মপ্রচার কালে দয়া, সহিষ্ণুতা, ও আত্মত্যাগের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রায় সমগ্র ইউরোপ ইহাঁকে ঈশ্বরের ন্যায় ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকেন

বুদ্ধ,—কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজপুত্র। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে

১৮

আছে কি সাগরবর ব্যাপ্ত যাহা চরাচর,
অমল ধবল, শুভ্র স্ফটিকের মত,
বিশ্ব সহ অম্বু যাহে দোলে অবিরত!
মিশি সে সাগরে তুমি আছ লুক্কায়িত
সকল কারণ-বীজ যাহাতে নিহিত?

১৯

কিম্বা জ্যোতির্ম্ময়াকৃতি আছে বুঝি সুবিস্তৃতি?
সূর্য্যসম স্তূপীকৃত তেজঃ সমুদায়
স্থানে স্থানে স্ফুলিঙ্গের মত বাহিরয়।
সে জ্যোতির্মাঝারে রাখি রূপ মনোহর,
দেখাও কি ছায়া বাজি যথা যাদুকর?

২০

কিম্বা বায়ু লয়ে, খেলা, দেখাও অণুর মেলা—
ভাঙ্গা গড়া জোড়া কাজ বালকের মত!
ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকেতে থাক না বিব্রত? *
যা কর তা কর তুমি যে হও সে হও,
জেনেছি কেবল তুমি সাধারণ নও!

ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অপর নাম শাক্যসিংহ। সদ্যোজাত শিশু ও সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া ইনি অরণ্যে কঠোর তপস্যা করতঃ জ্ঞানলাভ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। আত্মসংযম ও পবিত্র চরিত্র এই ধর্ম্মের মূলভিত্তি। পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক এই ধর্ম্মে দীক্ষিত। ইঁহার মতে মনুষ্য বিশুদ্ধ চরিত্র দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে ইহ জীবনেই নির্ব্বাণ (মুক্তি) লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

* ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক প্রভৃতি দ্বারা কোন কালে যিনি সংস্পৃষ্ট নহেন, তিনি ঈশ্বর (পাতঞ্জল দর্শন)। বিপাক কর্ম্মফল।

২১

তেজো বারি মৃত্তিকায় যথা ভ্রম জন্মায়,
তথা এ বিশ্বের তব সৃষ্টি স্থিতি নাশ ;
তব সত্যে দেয় সদা সত্যের সুভাস ;
তুমি নিত্য স্বপ্রকাশ স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞান ;
গতকাম যোগিগণ করে তোমা ধ্যান।

২২

যদিও হে পরমেশ ! কেহ তোমা সবিশেষ
নাহি জানে, তবু তুমি বিশ্ব-রাজ্যেশ্বর
আব্রহ্ম ভুবনচয় সর্ব্বত্র তোমার জয় ;
একা তুমি অদ্বিতীয় সর্ব্ব গুণাকর।
অভ্রান্ত শাসন তব, অভ্রান্ত বিচার,
ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান শক্তি ত্রয়ের আধার।

২৩

জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে রয়েছ প্রশান্ত মনে,
অখণ্ড ন্যায়ের দণ্ড করিয়া ধারণ ;
একই নিয়মে তব চরাচর জীব সব
লভে কর্ম্ম অনুসারে উন্নত জীবন।
সর্ব্বদা অপক্ষপাত মঙ্গল-দায়ক
তোমার নিয়ম সদা বিঘ্ন বিনাশক।

২৪

ছোট বড় প্রজা রাজা, দোষ বুঝে পায় সাজা,
জাতি ধর্ম্ম বিশেষের অভিন্ন বিধান।

সর্ব্বত্র তোমার দৃষ্টি যেখানে দেখহ রিষ্টি
প্রতিকার আনি তথা করহ প্রদান ;
নড়ে না বৃক্ষের পত্র, ঝড়েনা পাহাড়,
পড়ে না জলের কণা বিনা উপকার।

২৫

যখনি ভাবিতে চাই, আত্ম হারা হয়ে যাই,
অচিন্ত্যরচনা তব বিশ্বের ব্যাপার—
কত রবি শশী গ্রহ অগণ্য নক্ষত্র সহ
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জীবলোক কত মত আর—
মহা সূর্য্য কেন্দ্র করি মহা শূন্যে ধায়,
কার হেন সাধ্য যে, সে বুঝিবারে পায় !

২৬

সেই মহা সূর্য্য কত— অযুত অযুত শত,—
সঙ্গে প্রদক্ষিণকারী অসংখ্য জগৎ,
সমতালে সমস্বরে সদাকাল ঘুরে ঘুরে
প্রচণ্ড বেগেতে কিবা ধায় যুগপৎ !
না জানি তাদের আলো কতই সুন্দর !
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হবে, নহে দগ্ধকর !

২৭

বুঝি বা সে সব স্থান নহে মরত সমান
শোক তাপ জরা ব্যাধি যন্ত্রণা অধীন ;
অধিবাসিগণ তায় তোমার মহিমা গায়,
কতই প্রকার তব প্রেমেতে বিলীন !
না করে তোমার তারা নিয়ম লঙ্ঘন,
মিথ্যার জল্পনা বুঝি না হয় কথন !

২৮

এই রূপ ক্রম ক্রম বৃহত্তর বৃহত্তম
কতই ব্রহ্মাণ্ড আছে অনন্ত মাঝারে !
তোমারি ইচ্ছার বলে, অবিরাম দলে দলে
অধ ঊর্দ্ধে সর্ব্ব দিকে ভ্রমে চক্রাকারে ;
কল্পনা ভাবিতে তাহা হারে আপনাকে,
বিজ্ঞান বিলীন হয় বিস্ময় বিপাকে।

২৯

সুপথে রাখিতে নরে ভুলা'য়েছ কত ক'রে
ব্রহ্মার হৃদয়ে ব্রহ্ম * করিয়া প্রদান,
পুণ্য প্রলোভনে যত, পাপ নির্যাতনে তত—
দেখাইয়া জীবগণে সুখময় স্থান,—
দেখাইয়া নরকের ভীষণ দুর্গতি.—
ফিরাও কুপথ হ'তে জীবগণ-মতি।

৩০

তথাপি মানব হায় দেখিবারে নাহি পায়
সুখময় স্বরগের স্বুবর্ণ সোপান,—
আশুসুখ আশাভরে কতমত পাপকরে
এতই অজ্ঞান হায় ! মানব সন্তান !
বুঝেও বুঝিতে নারে এবা কি বিধান !
তবে কেন শ্রেষ্ঠ ব'লে করে অভিমান ?

---

* ব্রহ্ম—বেদ।

৩১

অনন্ত কৌশল তব, অতুল বিভব ভব!
অসীম শকতি তব অপার মহিমা;
গুণময় গুণাতীত মায়ামোহ বিরহিত,
অনন্ত জ্ঞানের তব নাহি হয় সীমা।
সুদূরে অদূরে কিম্বা বাহিরে অন্তরে,
অনুপম কীর্ত্তি তব ব্যক্ত চরাচরে।

৩২

কিবা বায়ুর হিল্লোল কিবা সলিল কল্লোল,
কুসুম সুষমা কিবা লতার দোলন,
কিবা বিদ্যুৎ স্ফুরণ কিবা জ্যোতিষ্ক কিরণ,
সকলেই করে তব মহিমা কীর্ত্তন!
সৌন্দর্য্যের সার তুমি প্রেম পারাবার,
দেবগণ গায় তব সুযশ অপার!

৩৩

খুঁজিয়া সকল ঠাঁই, দেখি অন্য কেহ নাই
তোমা ছাড়া মনোমত প্রেমিক সুজন,
চির-শান্তিময়ী মুক্তি করি তবে সার যুক্তি
তব পদে চিরকাল লয়েছে শরণ।
শরণাগতের প্রতি বড়ই সদয়!
শত প্রলোভনে তার বিকার না হয়।

৩৪

ক্লেশ ক্লিষ্ট নরগণ তোমাতে স্থাপিয়া মন
দুঃখ দারিদ্র্যের ঢেউ করে অবহেলা।

নিরাশা আশার আশা অকৃত্রিম ভাল বাসা
এক মাত্র প্রভু তুমি ভব সিন্ধু ভেলা,
ত্রিবিধ দুঃখের তুমি পূর্ণ নির্ব্বাপণ,
জন্ম জরা মরণের ভয় বিনাশন।

৩৫

যেমতি কুসুমে ঘ্রাণ, দুগ্ধেতে ঘৃতের স্থান,
কিম্বা ফল মধ্যে রস থাকয়ে যেমতি,
সর্ব্ব জীব দেহ-কূপে অবিনাশী আত্মারূপে
যদ্যপি হে পরমেশ রয়েছ তেমতি,
তবে কেন নর তোমা দেখিতে না পায়?
দুঃখের আধারে সদা ঘুরিয়া বেড়ায়!

৩৬

বুঝেছি বুঝেছি নর বাসনার অনুচর,
ধ্যানের মন্থন * ক্লেশ স'বে কি প্রকার?
অভিমানী মন তার, লজ্জা ঘৃণা সদা যার,
বৈরাগ্যের নগ্নবাস ভস্ম অলঙ্কার
পরিতে না পারে সদা ভোগসুখে আশ;
কেমনে জানিবে তোমা, বৃথা সে প্রয়াস!

৩৭

তবু নাথ দয়া ক'রে জীবের উদ্ধার তরে,
মুক্তি সহচরী ভক্তি দেছ কৃপাধার!

---

* মন্থন—মথন, বিলোড়ন।
দুগ্ধাদি পদার্থ বিলোড়ন করিতে করিতে যে প্রকার নবনী প্রভৃতি স্নেহ

করি যার গুণ গান, বেদ যজ্ঞ তপোদান
অবহেলে নরগণ করে পরিহার ;
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল
ভক্তি সেবি লভে যত ভকত সকল।

৩৮

শ্রদ্ধা-পুষ্প পাত্রে রাখা প্রীতির চন্দন মাখা
নিষ্কাম-সূত্রেতে গাঁথা ভাব ফুলচয়ে,
না জানি সে ভক্তগণ পূজে তোমা অনুক্ষণ
আনন্দে বিভোর কত পুলকিত হয়ে !
তৃপ্ত শান্ত চরিতার্থ তাহাদের মন,
হেরিয়া তোমার রূপ বিশ্ব বিমোহন।

৩৯

তব প্রেমামৃত পানে যে সুখ তাদের প্রাণে,
সে সুখের কাছ তুচ্ছ অন্য সুখ যত,
অনুপম সেই সুখ— নিরমল, নাই দুঃখ—
শান্তির মাধুরী তায় রহিয়াছে কত !
মোরা পাপী তাপী জন বুঝিব কেমনে,
কেমনে জানিব তোমা ভকতি বিহনে ?

পদার্থ নিষ্কাশিত হইতে থাকে, সেইরূপ ধ্যানরূপ মন্থন অভ্যাস করিতে করিতে দেহ মধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি হইতে থাকে।

"ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসা দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ"

৪০

দেও ব্যগ্র অভিলাষ, হইব তাদের দাস,
শিখিব পূজিতে তোমা অগতির গতি !
দেখিলে ভক্তের ভক্তি, হৃদয়ে জন্মিবে শক্তি,
তব প্রতি রতি মতি হবে বিশ্ব পতি !
দুর্ব্বল নরের প্রভো ! কিছু নাই আর
বুঝিতে তোমায়, ভিন্ন করুণা তোমার।

ভক্তির প্রতি।

এত দিন ছিল আশা রবে তব ভালবাসা,
দুখ মাঝে সুখ মুখ তাই দেখিতাম !
দারুণ যন্ত্রণা যত পাইতেছি অবিরত
তৃণ সম তবু সব সদা ভাবিতাম !
তব প্রেম পাব ব'লে, মনে মনে কুতুহলে
সুধা সরোবরে গিয়া ভাসিতাম কত !
দেখিতাম তার তটে, সান্ত্বনা তটিনী ছোটে,
বিমল সলিল রাশি চলে অবিরত !
তোমায় বিশ্বাস করি আছিলাম দেহ ধরি,
নিরাশ হৃদয়ে আশা-তরঙ্গ ছুটিত !
মরুপ্রায় এ জীবন হইত নন্দন বন,
সুগন্ধ কুসুমচয় উল্লাসে ফুটিত !
তবে তরে সমুদয় হেরিতাম মধুময়—
মধুময় সমুদয় হত' মম জ্ঞান,

পৃথিবী স্বরগ সম অভিরাম অনুপম
দেখিতাম যবে তোমা করিতাম ধ্যান।
যার হৃদে তব বাস করে কি সে ক্ষুদ্র আশ
মলিন পার্থিব চিন্তা থাকে কি তাহার ?
না জানি তাহার কিবা স্বর্গীয় বিমল বিভা
আলোকিত করে সদা অন্তর মাঝার !
পবিত্র অন্তর তার, পবিত্র বাসনা আর,
অবিশ্বাস মনে তার স্থান নাহি পায়।
অবনীতে ধন্য সেই, তব প্রেম সুধা যেই
করি পান অমরতা লভিছে ধরায়।
হউক জাতিতে হীন কিম্বা সে বুদ্ধিতে ক্ষীণ
বৃত্তিহীন কীর্ত্তিহীন হউক সে জন,
তোমার প্রসাদে তার অভাব থাকে না আর—
লুটায় চরণে তার যশো মান ধন।
সুকঠিন যোগাচার কিবা প্রয়োজন তার ?
তব কৃপা করে তারে করম-কুশল
নহে বহু জন্মান্তরে, যুগান্তের নহে পরে
ত্বরায় সে মায়াপাশ করয়ে বিফল।
পুণ্যময়ী পবিত্রতা, মূর্ত্তিমতী সরলতা,
আর কি পাব না কভু দেখিতে তোমায় ;
অমৃত সত্যের কথা শুনা'য়ে জুড়া'য়ে ব্যথা,
শোকে তাপে মোরে বল কে রাখিবে হায় !
চাহি না নীরস জ্ঞান, চাহি না নীরস ধ্যান,
চাহি নাক শূন্য ভাব—কি সুখ তাহাতে?

এই মাত্র চাহি দেবি ! দাস হ'য়ে তোমা সেবি
কিন্তু সে শকতি আমি লভিব কোথায় !
দীন ভাবি এ নির্গুণে, যদি দেবী নিজ গুণে
কর কৃপা, তবে আর কারে ডরি ভবে ?
নহে, তোমা হারা হ'য়ে শূন্য এ হৃদয় লয়ে
কেমন করিয়া আর এ জীবন রবে ?

সূর্য্য।

১

বিশ্বরাজ্য মাঝে দেখি তুমি হে তপন !
অসীম অদ্ভূত বলে ঘুরাইছ গ্রহদলে
আপনার চারিদিকে করি আকর্ষণ।
জগচ্চক্র-নেমি তুমি জগত-জীবন,
তোমা চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর আছে কোন জন ?

২

পুঞ্জীকৃত তেজোরাশি তব কলেবর,
বিস্তারিয়া সহস্রাংশু, তুমি দেব সহস্রাংশু
আলোকিত কর যবে সুনীল অম্বর,
হাসে দিক ভাসে ধরা উজ্জ্বল কিরণে।
প্রফুল্লিত জীবকুল নবীন জীবনে।

৩

পাইয়া তোমার ক্রমে উজ্জ্বল কিরণ,
নিজ কার্য্য জীবগণ করিবারে সম্পাদন
প্রাণপণে ইতস্ততঃ করে বিচরণ ;

আশার উৎসাহে নর হ'য়ে প্রমোদিত
সুদূর প্রদেশে কত হয় প্রধাবিত।

৪

নিস্তেজ শরীরে, পরে করহ গমন
তুমি দেব প্রভাকর, সংকর্ষিয়া নিজ কর,
দেহ-শক্তি লয়ে যায় জীবাত্মা যেমন;
অন্ধকার গ্রাস করে আসিয়া তখন,
ভয়ে নরগণ লয় নিদ্রার শরণ।

৫

কৌমার যৌবন জরা জীবের যেমন,
তোমারো যে ওই রূপ হয় দেখি সেই রূপ,
তা না হ'লে এক ভাবে থাকিতে তপন;
তোমার দেখিয়া পুনঃ হইতে উদিত,
পুনর্জ্জন্ম প্রাণীদের ভাবি সুনিশ্চিত।

৬

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের প্রধান কারণ।
বাষ্পাকারে তুলি জলে যেমন অদৃশ্য কলে
শূন্য দেশে তুমি তায় করহ স্থাপন।
পুনঃ প্রয়োজন মত পাঠাও তাহারে,
শিলা-বৃষ্টি-কুজ্ঝটিকা-শিশির আকারে।

৭

তাই নদী-প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়,
তরু লতা ফল ফুলে শোভা পায় হেলে দুলে,
সুরভি সহিত শীত সমীরণ বয়।

পৃথিবীর প্রতি প্রীতি বড়ই তোমার,
সাজাও তাহারে দিয়া নানা অলঙ্কার।

৮

মনোহর ইন্দ্র ধনু করিয়া সৃজন,
দেখাও মানবে কত অপূর্ব্ব কৌশল শত—
অদ্বিতীয় সুনিপুণ শিল্পীর সমান;
শারদ চন্দ্রমা আর সৌদামিনী-হাস
তোমার গৌরব প্রভু করিছে প্রকাশ!

৯

আবার দ্বাদশ গুণ অধিক প্রখর
কিরণে দহিবে যবে চরাচর লোক সবে,
প্রলয় গণিবে নর কিন্নর অমর;
ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধরিবে তখন,
বিশ্ব বিনাশিতে যেন মহা হুতাশন।

১০

সরস নীরস হবে রসের শোষণে,
সুজলা-সফলা ধরা, অগণিত জীব ভরা,
ভস্মীভূত হবে তব প্রচণ্ড কিরণে;
বিশ্লেষিত অংশ যত জ্যোতিষ্ক নিচয়
ছুটিবে তোমার পানে হইবে বিলয়;

১১

গ্রহ উপগ্রহ আদি তারকা মণ্ডল,
অসংখ্য গোলক দল, হারা'য়ে সংহতি বল
ঘুরিবে প্রচণ্ড বেগে, ঝরিবে সকল,

ছিন্ন-ভিন্ন – চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ধূলি মগ্ন ;
ঘোর অন্ধকার হবে দিক সমুদয়।

১২

অবিশ্রান্ত ধারা সহ ভীম-প্রভঞ্জন
ভাসাইবে দশ দিশি, অণুতে মিশি,
না থাকিবে কিছুমাত্র কোন নিদর্শন ;
প্রকৃতি বিকৃতি ভাব করিবে বর্জ্জন,
কারণ-সলিলে তুমি হইবে মগন।

১৩

ঋতু-ভেদ, কাল-ভেদ তব নিয়মিত,—
শীত গ্রীষ্ম আদি সব ন্যূনাধিক তাপে তব
ক্রমে ক্রমে ভূমণ্ডল করে প্রকাশিত ;
যুগ বর্ষ দণ্ড পল কাল পরিমাণ,
তব দরশনে লোক করে অনুমান।

১৪

সুগোল গলিত-স্বর্ণ সদৃশ উজ্জ্বল
তোমার প্রচণ্ড দেহ— পানে যদি চায় কেহ
ঝলসিয়া যায় তার লোচন যুগল ;
কিন্তু দিব্য চক্ষে সত্য জ্যোতির আধার
দেখি পুণ্যবান্ লভে আনন্দ অপার !

১৫

সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি তুমি নানা বর্ণাধার !
ঊষা ও প্রদোষ কালে, সুদূর গগন ভালে
প্রকাশ প্রদানি তায় কর আপনার,

স্থরাগ রঞ্জিত কত চিত্র মনোহর !
কল্পনা-তুলিতে কবি আঁকয়ে স্থন্দর !

১৬

কে বলে কুমুদ ম্লান তব দরশনে ?
শশধর প্রেম তরে সে যে তোমা ধ্যান করে
বাহ্য প্রবৃত্তির দল রাখি সংযমনে,
তাই সে বিশীর্ণা কিন্তু হর্ষ তার মনে,
দেখায় মেলে না প্রেম সাধনা বিহনে।

১৭

নরের নয়ন তুমি নরের বিজ্ঞান,
বিনাশিয়া তমোরাশি, পদার্থেরে পরকাশি,
বিজ্ঞানের পথ যত নরে কর দান ;
তাই সে অদ্ভুত কার্য্য কর সম্পাদন,
কি আশ্চর্য্য ! জড় তোমা ভাবে হেন জন !

১৮

সবিতা দেবতা তুমি দেব দিবাকর !
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, করি তত্ত্ব নিরূপণ,
স্থাপেন অচলা ভক্তি তোমার উপর ,
তোমাতে অনন্ত শক্তি দেখি বিদ্যমান,
গায়ত্রী সাবিত্রী মন্ত্রে করেন ধেয়ান।

১৯

পরব্রহ্ম ছবি রবি সদা দীপ্তিমান,
মহামনা বীরবর জাতিস্মর আকবর *
তব তত্ত্ব কিছু মাত্র পাই স সন্ধান,

* আকবর,—মোগল সম্রাট ; আশ্চর্য্য প্রতিভাসম্পন্ন, উদারচেতা মহানুভব ব্যক্তি। ইনি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন জানিতে পারেন বলিয়া ইহাকে জাতিস্মর

৩

অবনীতে অদ্বিতীয় বরেণ্যের বরণীয়
তুমি দেব, তব পূজা হয় সর্ব্ব স্থানে,
সুবিখ্যাত পুরাতন গ্রীক রোম বাসিগণ
পূজিত তোমায় প্রভু বিবিধ বিধানে,
কোনো জ্ঞানী, * শুনি, তোমা করিয়া আহ্বান,
মৃণ্ময় পুতুল গড়ি দিত প্রাণ দান।

৪

বেদে দেখি দেব ! তব অপার করুণা সব,
আরাধিত জাতবেদ আর্য্য ঋষিগণ,
কিবা জন্ম মৃত্যু হ'লে কিবা ক্রিয়া কাণ্ড স্থলে,
মানবের সর্ব্বক্ষণ তব প্রয়োজন।
অগ্নি-হোত্রী দ্বিজগণ তোমায় জানিত,
জীবনে সাথের সাথী করিয়া রাখিত।

৫

পুরাণে শ্রবণ করি, বিভিন্ন মূরতি ধরি
ভকত জনের পূজা করহ গ্রহণ ;
তোমার জনম তত্ত্ব কেহ নাহি বলে সত্য,
নানা বর্ণে নানা রূপে করয়ে বর্ণন ,
সৃষ্টি প্রকরণ দেখি এক মত নয়
কেমনে উৎপত্তি তব জানিব নিশ্চয়।

প্রমিথিয়াশ।

৬

তেজস্বী নহুষ ভয়ে, পুরন্দর ভীত হয়ে *
করেছিল সূক্ষ্ম-দেহে যবে পলায়ন,
অপূর্ব্ব রমণী বেশে † নানা দিক নানা দেশে
করেছিলে তুমি কিহে তারে অন্বেষণ ?
রাধা হেতু দূতী সাজে বৃন্দা বৃন্দাবনে,
সেজেছিলে দূতী কিহে শচীর কারণে ?

৭

না পাইয়া কোন স্থলে প্রবেশ করিয়া জলে,
সুর-গুরু প্রার্থনায় তুমি হুতাশন,
দেখিলে কি দেবরাজে মৃণাল তন্তুর মাঝে ‡
সাগর পল্বল আদি করি অন্বেষণ ?

* "মহাতেজা ত্রিশিরার বধজনিত ব্রহ্মহত্যা পাপে ও মহাবল বৃত্রাসুরের সহিত সন্ধিভঙ্গ নিবন্ধন মিথ্যা ব্যবহারে অভিভূত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিলে, ভূমণ্ডলে নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়। ঋষিগণ ও দেবগণ সমবেত হইয়া মহা তেজস্বী নহুষরাজকে স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। দেবরাজ নহুষ ভোগাশক্ত হইয়া ইন্দ্রাণী শচী দেবীকে মহিষী করিতে অভিলাষী হন। সাধ্বী সুরগুরু বৃহস্পতি সমীপে নহুষের অভিসন্ধি ব্যক্ত করেন। বৃহস্পতি দেবগণ সহ বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্রের নিকট গমন করতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রকে পাপবিমুক্ত করেন। ইন্দ্র স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াও নহুষকে অবিচলিত দুর্দ্ধর্ষ এবং সর্ব্বতেজ-সংহারক জ্ঞানে পুনরায় সূক্ষ্মদেহে অনুদ্দিষ্ট হন।" মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১০।১১।১২।১৩ অঃ।

† নহুষ-ভয়-ভীতা শচীর অনুনয় বাক্যে বৃহস্পতি ইন্দ্রপ্রাপ্তিকামনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিকে ইন্দ্রান্বেষণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। অগ্নি মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন, এবং অপূর্ব্ব রমণী বেশ ধারণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। (মহাভারত—উ—১৫ অঃ)।

‡ অগ্নি প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে কহিলেন, "সলিল ব্যতীত

উৎপত্তি স্থলেতে হয় সকলের লয়,
আশ্চর্য্য তোমার শক্তি ক্ষীণ নাহি নয় !

৮

নীলধ্বজ নরপতি, স্বাহা নামে গুণবতী
তনয়া তাহার তুমি করিয়া গ্রহণ
জামাই আদরে মরি ! স্বর্গধাম পরিহরি
কৃতার্থ করিলে তুমি তাহার ভবন।
সেই পুণ্য ফলে লভি শ্রীহরি-দর্শন
আনন্দে নৃপতি করে বৈকুণ্ঠে গমন।

৯

তোমারে আশ্রয় ক'রে অন্য দেব প্রাণ ধরে,
সকল দেবের মুখ্য তুমি হুতাশন,—
লও যাহা নিজ মুখে অন্যে তাহা লয় সুখে—
সর্ব্ব যজ্ঞ-হব্য তুমি হে হব্য-বাহন !
তোমা বিনা যাগ যজ্ঞ সকলি বিফল
সকল দেবের তুমি বিশ্রামের স্থল।

সমুদয় স্থান অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলাম না।" বৃহস্পতি কহিলেন, "আপনি পুনরায় সলিল মধ্যে অন্বেষণ করুন।" অগ্নি কহিলেন, সলিল ব্যতীত আমার তেজ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়, সলিলে আমার তেজ বিনষ্ট হইবে, কারণ সলিল উৎপত্তি স্থান।" বৃহস্পতি অগ্নিকে অনেক প্রার্থনা করায় অগ্নি সম্মত হইয়া সাগর পল্বলাদি অন্বেষণ করিয়া এক মনোহর সরোবরে স্থিত হইলেন। তত্রস্থ কমল সকল অন্বেষণ করিতে করিতে বিসতন্তুমধ্যে সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। মহাভারত উঃ প—১৫। ১৬ অধ্যায়।

১০

দ্বাদশ বরষকাল, মহামতি মহীপাল
শ্বেতকির মহাযজ্ঞে * বহু হবি পানে,
হয়েছিলে হীনবল? ব্যাধিযুক্ত মন্দানল?
জীর্ণ দেহে ভ্রমিতে কি ব্যাকুল পরাণে?
যার তেজে তেজস্কর হয় সর্ব্বভূত,
সে হইল তেজহীন এ বড় অদ্ভুত!

১১

আজ্ঞা দেন পিতামহ, † বহু জীব জন্তু সহ,
খাণ্ডব কানন তোমা করিতে ভক্ষণ;
অজীর্ণে গুরু ভোজন, শুনি নাহি এ কখন,
পূর্ব্বাপর জানি এর ব্যবস্থা লঙ্ঘন!
দেবের বিচিত্র লীলা বুঝিবার নয়,
আয়ুর্ব্বেদ মীমাংসায় জন্মায় সংশয়।

* পুরাকালে শ্বেতকি নামে এক যশস্বী দাতা ও যাগশীল নরপতি ছিলেন। তিনি মহা সমারোহে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দুর্ব্বাসা ঋষি সেই যজ্ঞ পরিসমাপ্তি করেন। সেই যজ্ঞে বহু হব্য পান করিয়া অগ্নি নিস্তেজ ও মন্দানল হন। মঃ আঃ পঃ অঃ ২২৪।

† পিতামহ—ব্রহ্মা।

অগ্নি স্বাস্থ্যলাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মা বিবিধ জীবজন্তুপরিপূর্ণ খাণ্ডব বন ভক্ষণ করিতে আদেশ করেন। অগ্নি খাণ্ডব দাহে উদ্যোগী হন এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে ইন্দ্রের বাধা সত্ত্বেও কৃতকার্য্য হন। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২২৪——অঃ

১২

অনল অনিল সহ এত প্রেম কিসে কহ ?
বায়ু সখা, বায়ু আত্মা, বায়ুগত প্রাণ।
প্রজ্বলিত হ'লে পরে, তোমার সাহায্য তরে
ক্ষুব্ধ নহে করিতে সে জীবন প্রদান।
রাশি রাশি বংশকাষ্ঠ তৃণাদি সকলে
নিমেষে করহ ভস্ম সমীরণ-বলে।

১৩

পাপে পূর্ণ হলে কেহ, পোড়াও তাহার গেহ,
চোর দস্যু চেয়ে তুমি কর নির্যাতন ;
ধূমাবৃত কলেবর, তোমায় দেখিলে পর,
ভয়ে করে লোক সব দূরেতে গমন।
মনে হয় তথা যেন মেঘের উদয়,
চঞ্চলা চপলা তায় চমকিত হয়।

১৪

অস্তগত দিবাকরে, তমোভীত প্রাণী ভরে,
তোমাতে কি রেখে যায় আপনার কর ?
দিবা-ভীত প্রাণি-গণ করি তোমা দরশন
দিবা ভাবি রাত্রে হয় পলায়ন পর ;
দিবাকর-কর মত তব কর চয়,
অধ ঊর্দ্ধ সর্ব্বদিক্ প্রসর্পিত হয়।

১৫

সুবর্ণ রজত যত, অযাচিত অবিরত,
পাইতেছে সমাদর মানব সমাজে,

তোমার পরশে তারা, গরবেতে আত্মহারা,
পূত হয়ে কি সুন্দর রূপেতে বিরাজে !
আদরে রমণীগণ করিয়া যতন,
আনন্দে লইয়া করে অঙ্গেতে ধারণ।

১৬

শীতবস্ত্র নাই যার, দীন দুঃখী অভাগার
নিকটে তোমার অগ্নি ! বড়ই আদর,
রেখে তোমা জীর্ণ ঘরে, শীত নিবারণ করে,
শীত বাত হ'তে রক্ষা করে কলেবর।
সন্ন্যাসী তাপসী কিম্বা গৃহী ধনবান,
সবার নিকট দেখি তোমার সম্মান।

১৭

বিজ্ঞান তোমার বলে করিতেছে সুকৌশলে
কত মত অলৌকিক কীর্ত্তি সম্পাদন।
তব বলে পেয়ে বল, কত বল ধরে জল—
বাষ্পের বিচিত্র শক্তি বিস্ময়-জনন!
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাষ্প শকট সকল,
নিমিষে যোজন পথ করে চলাচল।

১৮

নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে, বাষ্পপোত আরোহণে,
বিশাল বারিধি বারি বিদারিত করি,
চলিছে উৎসাহে কত, বণিক নাবিক শত,
স্বদেশের স্বজাতির উন্নতির তরে ;
কতই অদ্ভুত কার্য্য হয় সম্পাদন !
হে অগ্নি ! তোমার তেজ না যায় বর্ণন।

১৯

পাইয়া তোমার বল, ব্যর্থ করি যোগ-বল,
সমীরণ ভেদি উঠে বিশাল বিমানে,—
রবি শশী গ্রহচয়, করিবারে সুনির্ণয়,
নরগণ আরোহণ করে ব্যোমযানে,
ওহে সর্ব্বভুক্ ! তুমি করহ কখন,
প্রলয়ের কাল সম শকতি ধারণ।

২০

ভূগর্ভে করিয়া বাস, জনমাও জীব-ত্রাস,
কম্পিত প্রোথিত স্ফীত বিদারিত ক'রে,
রসাতলে দেও কত দেশ গ্রাম শত শত *
সময় পায় না কেহ পলাবার তরে,
বিষুবিয়সের † সেই ভীষণ ব্যাপার
শুনিয়া আতঙ্কে প্রাণ না কম্পে কাহার ?

২১

কি যে ভীম পরাক্রম, অদ্বিতীয়, অনুপম,
আহবেতে দৃষ্ট হয় তোমার, অনল !
রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন জানে না যে বীরগণ,
তারাও পশ্চাৎ-পদ দেখি তব বল।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য দুর্গ প্রস্তর গঠিত
ক্ষণ মাত্র তেজে তব হয় বিচূর্ণিত।

* কালাব্রিয়া, বালপ্রাসিও, লিসবন প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। আমাদিগের দেশেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এবং গত ১৩০৪ সালে ভয়ানক ভূমিকম্প হওয়ায় বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

† বিষুবিয়স—আগ্নেয়গিরি।

২২

তপন-কিরণ যথা, অগ্নি! তুমি কর তথা,
বাষ্প দিয়া অন্তরীক্ষে মেঘ নিরমিত।
যাহাতে বরষে বারি, ভুবন-আনন্দ-কারী,
তরুলতা ফুলে ফলে হয় সুশোভিত;
পালনে ও তব কার্য্য দেখি হে তেমন,
বিনাশ সাধনে তুমি তৎপর যেমন।

২৩

আবার শ্মশানে যবে, ভালবাসা ধন ভবে,
তোমার করেতে নর করে সমর্পণ,
তখন অজ্ঞাতসারে মানবের হৃদাগারে
প্রবেশিয়া বলে যাও সান্ত্বনা বচন,—
"অতিথির বেশে আছ অতিথি ভুবনে,
লয়ে যাই আমি সবে নিজ নিকেতনে।"

২৪

তাতেই নির্ব্বেদ হয়—সংসার অসার ময়—
মুহূর্ত্তেক ভুলে নর চিন্তার দহন,
তা না হলে কভু কিরে, যেতে পারে গৃহে ফিরে
সহজে ছিঁড়িয়া সেই মমতা-বন্ধন;
ক্ষণেক হইলে পর যার অদর্শন
যুগান্ত বলিয়া যেন করয়ে চিন্তন।

২৫

যদিও বিভিন্ন জনে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মনে,
অগ্নি তোমা, তবু আমি জানিয়াছি সার;

হরিতে হে ভূমি ভার, যথা ঈশ অবতার,
তথা তুমি ধর দেব বিভিন্ন আকার।
বিশ্ব রূপ মহা অগ্নি পুরুষ প্রধান
তা হ'তে হয়েছে তব উৎপত্তি বিধান।

সমুদ্র।

গম্ভীর ভীষণ মূর্ত্তি গভীর গর্জ্জন
ভাবিলে হৃদয়ে তব বিপুল বিস্তৃতি,
ভীতি বিস্ময়ের নীরে হই নিমগন,
আপন অস্তিত্বে ভ্রম জন্মায় বিস্মৃতি।

সৃষ্টির প্রারম্ভে যবে তমসা প্রকৃতি
অনন্ত আঁধার রূপে আছিল ব্যাপিয়া,
তখন অদৃষ্ট-বলে আপন আকৃতি
লভেছে সাগর, বহু শকতি লইয়া।

আঁধারে জনম বলি আঁধারের ছায়া—
নীল নভঃস্থলে নীল বারিদের মত—
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ ধরে তব কায়া,
প্রেমের বিজলি তায় লুকায়িত কত ?

ছিল না মৃত্তিকা বায়ু জ্যোতিষ্ক নিচয়,
ছিল না ভূলোক স্বর্গ লোক চরাচর,
কোথায় মনুষ্য বল রবে সে সময়
ভূচর খেচর প্রাণী অমর কিন্নর ?

ছিল নাক, ছিল কিন্তু বিভিন্ন আকারে—
উপাদান হেতু রূপে মিশি তব জলে ;
নতুবা কি সমুদয় সৃষ্টির মাঝারে
থাকিত লবণ অংশপদার্থ সকলে ?

ক্রমে সেই সব সূক্ষ্ম উপাদান ভূত
দ্বিরেণুক ত্রাসরেণু রূপেতে মিশিয়া
সুবৃহৎ ডিম্বাকারে হইল প্রসূত,
জনমে স্বয়ম্ভু সেই ডিম্ব বিদারিয়া।

* পরে অন্তরীক্ষ বায়ু স্বরগ ভুবন
সম্বৎসর অহোরাত্র ঋতু পক্ষ মাস,
একে একে সেই ধাতা করিলা সৃজন ;
কে বলে আকাশ তব পূর্ব্বেতে প্রকাশ ?

অনুকারি ধাতা তব নীলিম মাধুরী,
সৃজেন হে রত্নাকর ! অসীম আকাশ ;
তোমা হতে কত রত্ন করিয়া সে চুরি,
তারা শশীরূপে তায় করেছে প্রকাশ।

অগণিত জীব জন্তু গরভে তোমার,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীন কীট প্রবাল সকল
শম্বুক কর্কট কম্বু অসংখ্য প্রকার
রয়েছে কতই 'যে তা কে গণিবে,' বল

* বৈদিক সন্ধ্যার অঘমর্ষণ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

মকর হাঙ্গর নক্র জলচর কত
প্রকাণ্ড-শরীর তিমি নির্ভয় অন্তরে,
বাষ্পীয় পোতের গতি করি প্রতিহত
তোমার গরভে সদা আনন্দে বিচরে।

হয়ত সে সব জীব বহু জন্মান্তরে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাছে নিয়তির বলে,
ত্যজিয়ে অপূর্ণ তনু উন্নতির তরে,
মানবের পূর্ণাকৃতি লভে পৃথ্বীতলে।

করিয়াছ করিতেছ জীবের সৃজন,
সুন্দর প্রাসাদ হর্ম্ম্যে সাজায়ে তাহায়;
নিমিষে করিতে পার বিনাশ সাধন;
কালের সদৃশ ধর্ম্ম দেখি যে তোমায়।

তবু তুমি ক্ষুব্ধ নও, নও বিগলিত,
হ্রাস-বৃদ্ধি-হীন সদা কর্ত্তব্যেতে রত,
কিন্তু মানবের বুদ্ধি সদা বিচলিত,
দুর্জ্জয় বাসনা তার না হয় সংযত।

ইটালী ইংলণ্ড গ্রীস ফরাসী জাপান,
যাদের সৌভাগ্য রবি সমগ্র ভুবনে
সভ্যতার স্নিগ্ধ জ্যোতি করিতেছে দান,
তারাও তোমার গর্ভে আছিল গোপনে।

অভ্র-ভেদী হিমালয় অত্যুন্নত শিরে
গর্ব্ব করে স্বজাতির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব'লে,
আছিল মিশিয়া সেও তব নীল নীরে,
জানিয়াছি বৈজ্ঞানিক যুক্তির কৌশলে।

পর্ব্বত-দুহিতা নদী পর উপকারে
কাটায় জনম তার ফিরি দেশে দেশে,
তব কৃত স্নেহ ঋণ বুঝি শুধিবারে
উপনীত তব স্থানে হয় অবশেষে।

কিম্বা, নাই সমুচিত আদর সম্মান,
গুণের গৌরব ভবে নাই যথা মত,
সাধুতার পুরস্কার পীড়ন প্রদান,
উপকার অপকারে হয় মর্ম্মাহত,—

তাই দেখি দুঃখে ক্ষোভে হইয়া ব্যথিত
ক্রন্দনের ধ্বনি করি কল্লোলে কল্লোলে,
ধায় দ্রুত বুঝি সতী হ'তে উপস্থিত
জুড়াইতে জ্বালা তব শান্তিময় কোলে!

সিকতা-মণ্ডিত তব তট সুশোভন
ভানুর কিরণে ধরে অপরূপ সাজ,
যেন সুবিস্তৃত শুভ্র নির্ম্মল বসন,
রজত হীরায়, তায় কত শিল্প কাজ।

পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনদাম বিমণ্ডিত বারি
উত্তাল-তরঙ্গে শোভে বায়ুর হিল্লোলে
তুষার মস্তক গিরি-শৃঙ্গ সারি সারি
সচল হইয়া যেন অপরূপ দোলে।

কিম্বা ছায়াপথ যদি অসংখ্য থাকিত
একে একে শ্রেণীবদ্ধ গগনের মাঝে,
তা হইলে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য পাইত,
নতুবা তোমার সনে কারে বল সাজে ?

উষার বিমল বিভা পূরব গগনে
কুজ্ঝটিকা ভেদ করি প্রকাশে যখন
থেকে থেকে উকি মারি সহস্র কিরণে
তপন উঠিয়া চলে দেয় দরশন।

কি আশ্চর্য্য শোভা তুমি ধর হে তখন
সূর্য্য কান্ত মণি কত তব নীলাম্বরে
শোভে থরে থরে যেন, যাবত তপন
দৃষ্টি বাপিকার স্থানে ওঠা নামা করে,

পৌর্ণমাসী প্রতিপদ সায়াহ্ন সময়
স্বর্গের সুষমা করে তোমাতে প্রকাশ,
নন্দন কানন কত পারিজাত-ময়
শচীর সস্নেহ হাসি রতির বিলাস।

কত ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা হয়,
　　নদ নদী উপবন গিরি সারি সারি,
সুন্দর বিহঙ্গ কত সুখে বিচরয়,
　　বিহরে দেবতাগণ দিব্য মূর্ত্তি-ধারী।

কত শত আঁকা বাঁকা সুবর্ণ সোপান
　　চ'লে গিয়া মিশিয়াছে বহু দূর দেশে,
দেখাইছে নরগণে আনন্দের স্থান,
　　মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যা যথা মনোহর বেশে।

নিরজন ভাবি সেথা আরাধনা তরে,
　　অবগাহি তব নীরে ডুবে সে সুন্দরী
রক্ত বস্ত্রে আবরিয়া কম কলেবরে,
　　এলাইয়া দিছে তার সুচারু কবরী।

সুজনের মত তুমি সন্তান তপনে
　　জগতের হিত করে দেছ উপদেশ
তাই সঞ্জীবনী শক্তি লইয়া যতনে
　　বিতরে জগজ্জনে নাহি তার ক্লেশ।

সমধিক স্নেহ লভে কোন সন্তানে,
　　চন্দ্রমাতে দেখি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
রেখেছিলে সুধা রাশি যাহা সাবধানে
　　ভাল বেসে তুমি তারে করেছ প্রদান।

দূর প্রবাসের পথে বহু বিঘ্ন ব'লে
দেও নাই যেতে তারে জ্যেষ্ঠের সহিত ;
আপন আয়ত্ত স্থানে রেখেছ কৌশলে
সুধা বিতরিয়ে জীবে করিতে মোহিত।

তাই বুঝি সূর্য্য হতে চন্দ্রমার প্রতি
উথলে অধিক তব প্রীতির উচ্ছ্বাস ?
বলুক বিজ্ঞান তব জোয়ারের গতি,
আমি কিন্তু দেখি তব স্নেহের বিকাশ !

রমণীর শিরোমণি লক্ষ্মী রূপবতী
যৌতুক কৌস্তভ এক রতনের সার,
তোমা হ'তে লাভ করি তাই সে শ্রীপতি
দেবগণ মাঝে এত করে অহঙ্কার !

ইন্দ্র বল, শিব বল, যে দেব প্রধান,
সবাই লয়েছে রত্ন নিকটে তোমার,
হেন রত্ন রত্নাকর ! নরে কর দান,
অভাব প্রভাবে যার থাকে নাক আর !

ঐশ্বর্য্য গাম্ভীর্য্য শৌর্য্য মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য
বিরাজিত একধারে তোমাতে সাগর,
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য প্রীতি ভীতি আনন্দ আশ্চর্য্য
রয়েছে তোমাতে কিবা মনোমুগ্ধকর !

অনন্ত কালের বক্ষে বিশাল আকায়
অনন্ত শক্তির তুমি সুনীল দর্পণ;
অনন্ত ভাবের চিত্র হৃদয়ে তোমার
অনন্তের পানে চিত্ত কর আকর্ষণ।

হিমালয়।

১

গহন কানন কিম্বা বিস্তৃত প্রান্তর,
স্তম্ভিত মানব যাহা করি নিরীক্ষণ,
ধূধূ করে চারি দিক প্রকাণ্ড উবর,
মরীচিকা ভ্রম যাহা করে সংঘটন,—
স্বভাবজ যাহা কিছু বিস্ময় জন্মায়,
সমতুল তব কাছে নহে তুলনায়।

২

অথবা মানবকৃত শিল্প সমুদয়—
সুরম্য প্রাসাদ কিবা কুসুমোপবন,
উচ্চ চূড় সৌধমালা চারু চিত্রময়,
মানুষের চিত্ত যাহা করে আকর্ষণ,
স্থলভাগ মাঝে যাহা দেখিতে সুন্দর,
তোমার সমান কিছু নহে মনোহর।

৩

কভু যদি গিরি আমি ভাবি হে তোমার
প্রকাণ্ড সুন্দর স্থির মুরতি মোহন,

কত ভাব আসি মনে করে অধিকার,
কল্পনা ভাবিতে তাহা পারে কি কখন ?
পৌরাণিক প্রসঙ্গেতে নাহি লাগে মন—
পাখা ছিল পর্ব্বতের অদ্ভুত কথন !

৪

তরুলতা গুল্মচয় ওষধি বিস্তর,
মানবের শরীরের কেশ রোম মত
তব দেহে মরি ! কিবা শোভেছে সুন্দর।
অতুল রতন তব আছেই বা কত ?
হও নাই বৎস তুমি ধরিত্রী-দোহনে,
দিয়েছে প্রকৃতি তোমা এ সকল ধনে।

৫

দূর হতে যবে গিরি হেরি হে তোমায়
মনে ভাবি ভূতলেতে উদিত গগন
স্তরে স্তরে সুসজ্জিত মেঘ মালা তায়
শিখর শ্রেণীর স্থল করিছে পূরণ ;
নাই বুঝি কোন্ স্থান তোমার পশ্চাৎ,
ভাবি যথা নভো সনে পৃথ্বীর সাক্ষাৎ !

৬

উচ্চ হতে উচ্চ তব শৃঙ্গ সারি সারি,
সোপানের শ্রেণী যেন স্বর্গের দুয়ারে,
সৃজেছেন ভগবান জীব-কষ্টহারী
শোক তাপ পূর্ণ এই মেদিনী মাঝারে ;

গৃহ ত্যজি সাধুগণ সংসার জ্বালায়
তব কোলে লয় স্থান শান্তির আশায়।

৭

কিম্বা ভাবি লীলাময়ী প্রকৃতি সুন্দরী,
বিহারের তরে এক মনোরম স্থান,
বাছা বাছা সার লয়ে মনোমত করি,
অপূর্ব্ব কৌশল বুঝি করেছে নির্ম্মাণ।
সাধারণ পুরুষের নাহি কোলাহল,
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ সদা সেই স্থল।

৮

যে অঙ্গের প্রতি তব করি নিরীক্ষণ,
তাতেই যেন রে হই আনন্দে বিহ্বল,—
রমণীয় তপোবন শোভার সদন
নির্ম্মল নির্ঝর যাহে করে কল কল,
ফল-পুষ্প-সুশোভিত তটিনী সেবিত
আছে কত স্থান যাহে মুগ্ধ হয় চিত।

৯

তুষার-মণ্ডিত শৃঙ্গ রয়েছে কোথায়—
নীরব নিশ্চল শূন্যে উন্নত বদন,
রবির কিরণ মালা পশিয়া তাহায়
খলিত করিয়া দেয় গলিত কাঞ্চন,
যেন শুভ্র কান্তি যোগ মগ্ন যোগিবর,
লম্বিত কনক জটা অঙ্গের উপর।

১০

দুর্গম কান্তার কোথা রয়েছে ব্যাপিয়া,
প্রসারি প্রকাণ্ড শাখা মহীরুহ চয়
নিবিড় আঁধার করি রেখেছে ঢাকিয়া ;
রবি করে সে প্রদেশ নহে দীপ্তি ময়,
মানবের সমাগম না হয় কখন,
গভীরতা নির্জ্জনতা পূর্ণ সে কানন।

১১

জাগে সদা প্রতিধ্বনি সে ঘোর কাননে,
ভীষণ জন্তুর কভু নির্ভয় গর্জ্জন,
কভু সর সর শব্দ পত্রের পতনে,
মাঝে মাঝে কোন খানে ঝরণা কখন—
পথ ভ্রষ্টা একাকিনী বালিকার মত,
ক্ষণে ধীর ক্ষণে দ্রুত ধায় অবিরত।

১২

হউক নাস্তিক কেহ সদা পাপাচার,
ভ্রমেও যে করে নাই ধর্ম্ম আলাপন,
এ হেন প্রদেশে যদি আসে এক বার,
ভিন্ন ভাবে পরিণত হবে তার মন ;
ভয়ে হ'ক বিপদেতে অথবা বিস্ময়ে
ডাকিবে ঈশ্বর ব'লে আকুল হৃদয়ে।

১৩

তোমাতে মস্তক রাখি বারিদমণ্ডলে
খেলায় চপলা সহ বিস্তারি শরীর,

নানা রঙ্গে তার সঙ্গে থাকে কুতূহলে,
কিন্তু না দেখিলে ক্ষণ হইয়া অধীর
মত্ত গজ সম করে ভীষণ গর্জ্জন,
শুনিয়া আতঙ্কে কাঁপে যত জীবগণ।

১৪

গহ্বরে গহ্বরে তব কত উৎস ঝরে,
ফলিত পাদপগণ হতেছে দোলিত
সতত সঞ্চরমাণ সমীরণ ভরে,
পুষ্পিত ব্রততিচয়ে হ'য়ে আচ্ছাদিত
শোভে শ্যাম গুল্মগণ ক্ষুদ্র গৃহমত,
উপহাস করি যেন কারুকার্য্য যত।

১৫

পথ শ্রান্ত অভ্যাগত জীবগণ তরে,
প্রকৃতি করুণাময়ী, যেন আপনার,
রাখিয়াছে স্থানে স্থানে চির মুক্ত ক'রে,
অক্ষয় ভাণ্ডার সব অনন্ত দয়ার,—
স্নিগ্ধ জল, মিষ্ট ফল, আসন শ্যামল;
শান্তি, নিদ্রা, যে যা' চায়,—রয়েছে সকল।

১৬

আছে রম্য স্থান তব, নহে তুলনীয়,
ফুল্ল ফুলে ফুল্ল মন সতত যথায়
নানা পদ্ম প্রফুটিত নানা পক্ষি প্রিয়
সুবিমল সরোবর যথা শোভা পায়,

যাহার বিচিত্র ভাব করি দর্‌শন,
বাস করে ঋতুরাজ ছাড়িয়া নন্দন।

১৭

অসংখ্য পবিত্র তীর্থ আছে কত স্থানে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্গ সম শোভিত সুন্দর,
দেবোপম সাধুগণ সতত যেখানে
আনন্দে করেন বাস নির্ভয় অন্তর,
কেহ যোগে, কেহ তপে, শাস্ত্র আলাপনে,
কেহ বা বিহরে কাল আত্ম সংযমনে।

১৮

পাহাড়ের পাদদেশে ভূমি সমতল
বিটপ বেষ্টিত নহে সুদূর বিস্তৃত
শ্যামল গালিচা যেন শোভে তৃণদল
নালী কাটি লয়ে জল ঝরণা নিঃসৃত
স্ফূর্ত্তিমান দৃঢ়কায় গিরিবাসিগণে
উৎকৃষ্ট ধান্যের চাষে করিছে যতন,

১৯

উন্নত পর্ব্বত দুই গম্ভীর আকৃতি
চলে গেছে বরাবর সমান্তর ভাবে,
মাঝে স্বচ্ছ স্রোতস্বতী স্বরূপ বিস্তৃতি
বহিতেছে কল কল প্রখর প্রভাবে;
লতায় জড়িত তরু-রাজি দুই ধারে
ফুল ফোটে নানা জাতি মধুপ ঝঙ্কারে।

২০

ছোট বড় গোল গাল, চেটাল আকার,
অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড মসৃণ সুন্দর,
জল হ'তে সাজা'য়েছে তটদ্বয় তার,
গিরি কুঞ্জ লতাকুঞ্জ—দৃশ্য মনোহর!
কি সৌন্দর্য্য মরি! যেন রাখিয়াছে খুলি
আপনি প্রকৃতি তার বেশ ভূষা গুলি!

২১

সে সৌন্দর্য্য-সুধা পান কর একবার,
চাবে না যাইতে ছাড়ি অন্যত্র কখন;
এমনি বিভোর হবে মানস তোমার,
শোক তাপ দুঃখ যত হবে বিস্মরণ,
থাকিবে না অর্থ চিন্তা অসার বাসনা
ভুলিবে সংসার তুমি ভুলিবে আপনা।

২২

না হও বিষয়ী তুমি সন্তপ্ত চিন্তায়,
শান্তি নাই—নিদ্রা নাই—সতত অস্থির,
বসিয়া উপল খণ্ডে আসিয়া হেথায়
কর শোভা নিরীক্ষণ, জুড়াবে শরীর
সুস্থ হবে মন প্রাণ, পুলকে পূরিবে,
শান্তির সাগরে তুমি নিশ্চয় ডুবিবে।

২২

তুমি নাকি চিত্রকর গর্ব্বিত নিপুণ?
সুন্দর সুন্দর চিত্র পারহ আঁকিতে,

হেন চিত্র চিত্রিতে কি আছে তব গুণ?
পার কি সেরূপ করি রঙ্গ ফলাইতে?
এমনি সুন্দর দৃশ্য! চাও এর পানে,
ঘুচিবে সংশয় তব শ্রেষ্ঠ অভিমানে।

২৩

কবি তুমি, ভ্রম কত কল্পনা কানন,
শ্লাঘা কর অভিনব সৌন্দর্য্য সৃজনে,
এস নাই এ আশ্রমে, আসিলে কখন,
এতই আশ্চর্য্য শোভা হেরিবে নয়নে,
কল্পনা কল্পনা ব'লে জনমিবে ভ্রম,
ভাষায় পাবে না ভাষা বর্ণিতে আশ্রম।

২৪

গিয়েছিনু যবে গিরি বদরিকাশ্রমে,
হেরিনু বিচিত্র শোভা কতই নয়নে,
"ব্যাসের মধুর বন" সুধার বিভ্রমে
পান করি সফলতা লভে সাধুগণে,
পবিত্র অলকানন্দা, পূত মন্দাকিনী,
পুণ্যবতী ভাগীরথী যথা প্রবাহিণী।

২৫

সে ধামের পথ কোথা এতই দুর্গম,
নিম্নেতে তটিনী তার, গিরিগাত্র দিয়া
কভু উচ্চ কভু নীচ তরঙ্গের সম,
অপ্রশস্ত, মিশিয়াছে শিরোভাগে গিয়া,

যাও যদি দক্ষিণেতে বাজিবে প্রস্তরে,
বামেতে সরিতে চাও পাড়বে গহ্বরে।

২৬

রজ্জু বাঁধা কাষ্ঠ গুলি রজ্জুতে ঝুলান
সেতুরূপে, কষ্টে পার হয় যাত্রী সব
দুই এক করে, দোলে তার মধ্যস্থান,
ভেঙ্গে প'ল নদী গর্ভে হয় অনুভব।
এত যে পথের ক্লেশ থাকে না সকল,
দেখিতে অদ্ভুত শোভা বাড়ে কুতূহল।

২৪

পবিত্র প্রয়াগ-পঞ্চ ত্রিযুগী কেশব,
গুপ্ত কাশী মঠদ্বয় তুঙ্গ ভদ্র করি,
হেরিনু বদরী নাথ, বিষ্ণু অবয়ব,
চতুর্ভুজ, যোগাসনে স্থিত ধ্যান ধরি।
দেখিলাম জলধারা, উষ্ণ প্রস্রবণ
যাত্রি লোক যাহে করে শৈত্য নিবারণ।

২৮

কেদার শৈলেতে মরি ! যে সৌন্দর্য্য শোভা
হেরিনু নয়নে আমি ভুলিব না আর,
অপূর্ব্ব সে শোভা রাশি, যোগি মনোলোভা—
অনন্ত তুষার রাশি, পর্ব্বত আকার,
রহিয়াছে কে বলিতে পারে কত দূর,
নীরব নির্জ্জন সদা অতীব মধুর।

২৯

নাহি তথা উপত্যকা দূর প্রসারিত,
নাহি তথা সুমধুর কাকলী পাখীর,
শ্যামল পাদপ দলে নহে সুশোভিত,—
কিন্তু যেন নগ্ন শোভা নগ্ন প্রকৃতির,
সরল লাবণ্যরাশি নির্ম্মল ধবল ,
ভয়ঙ্কর শীত করে রক্ষা সেই স্থল।

৩০

তিন দিক বদ্ধ যেন তুষার প্রাচীরে,
রহিয়াছে মধ্যে এক ক্ষুদ্র সমতল,
নিম্ন হ'তে মন্দাকিনী উঠি ধীরে ধীরে,
চলিছে উৎসাহমনে করি কল কল
ভগিনী অলকা কাছে যাইতে হু'জনে
ভাগীরথী সহ পাপ তাপ নিবারণে।

৩১

তার কাছে প্রস্তরের মন্দির শোভন
পুরাতন কারুকার্য্য কিবা মনোহর !
মধ্যস্থানে মুণ্ডহীন মহিষ মতন
বিরাজে কেদার নামে দেব মহেশ্বর।
শীতভয়ে তুষারেতে হ'য়ে পরিণত
বৃষ্টি জল পড়ে শুভ্র তুলা খণ্ড মত।

৩২

অন্তরীক্ষে থাকি যেন শ্বেত পুষ্প লয়ে,
দেব দেব মহাদেবে করিতে অর্চ্চন,

আনন্দেতে দেবগণ ভকতি হৃদয়ে
অলক্ষে চরণে তার করিছে অর্পণ।
কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, মরি ! কি সুন্দর স্থান !
ক্ষণেকে, ভক্তির গন্ধে পূর্ণ হয় প্রাণ।

৩৩

মহা প্রস্থানের পথ পবিত্রতা ময়,
মহাত্মা শঙ্কর হেথা হ'য়ে যোগরত
পঞ্চভূতে পঞ্চভূত করেন বিলয়,
শান্তিময় মধুরতা বিরাজে সতত।
কি গভীর ভাব হেথা করে উদ্দীপন !
কবিত্বে যোগিত্বে যেন মধুর মিলন।

৩৪

দুর্গম গোমুখী মুখে করিলে প্রবেশ,
বিবিধ সৌন্দর্য্য হয় মোহিত নয়ন ;
নব নব তরুলতা শোভিত প্রদেশ
নব নব পুষ্প গন্ধে পূরিত কানন,
সুপ্রকাণ্ড ভূর্জবৃক্ষ মস্তক তুলিয়া
প্রহরীর বেশে কোথা আছে দাঁড়াইয়া।

৩৫

কোন স্থানে নির্ঝরিণী নামিতে নামিতে,
খসাইয়া হৃদয়ের মুক্তামালা তার,
কুল কুল ছলে কিবা বলিতে বলিতে
আদরেতে সমীরণে দেয় উপহার ;

লইয়া সমীর পুন সূর্য্যের কিরণে
রঞ্জিত করিয়া দেয় বিবিধ বরণে ।

৩৬

জ্বলিছে ওষধি লতা তমসী নিশায়
দেব দেহ দ্যুতি সম হয় বিকীরণ
পশুপাল পদাঘাতে হতেছে কোথায়
প্রস্তর পতন ধ্বনি ঠনন ঠনন্,
ঝিল্লিরব মিশি তায় করে উৎপাদন
কিন্নর বধূর যেন নূপুর নিক্কণ ।

৩৭

কি অপূর্ব্ব শোভা গিরি হয়েছে তোমার
যম্নোত্রী প্রদেশে মরি ! দিতেছি যথায়
নীলাভ বরফ রাশি নীরদ আকার—
নীলাভ লাবণ্য ঢালি যমুনার গায় ।
প্রকৃতির লীলা স্থান, সৌন্দর্য্য সদন,
হেরে প্রেম ভক্তিভাবে মগ্ন হয় মন ।

৩৮

সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার তুমি হিমগিরিবর
লুকান মাধুর্য্য কত নিভৃত কন্দরে
রহিয়াছে তব যাহা নাহি জানে নর ;
কণামাত্র শোভা এই দরশন করে,
অপার আনন্দ নীরে হই নিমগন,
বিষয়ের সুখ যত তুচ্ছ ভাবে মন ।

৩৯

যে স্থান হইতে সপ্ত নদী প্রবাহিত,
    সুপবিত্র সেই তব অঙ্গেতে প্রথম
বাসস্থান আর্য্যগণ করে মনোনীত,
    বৈদিক ভাষার তথা হয়েছে জনম।
প্রত্নোকস * বলে তারে করে অনুমান,
পূজা ল'তে ইন্দ্র ! তথা ত্যজিত স্বস্থান।

৪০

পুণ্যবতী নদীগণে তুমি হিমালয়,
    করিয়াছ করিতেছ যতনে পালন ;
মুনি ঋষি যোগী তোমা করিয়া আশ্রয়
    লাভ করি সিদ্ধ পদ জিনেছে মরণ ;
স্থাবর গণের মধ্যে তুমি সমুন্নত,
    উদার অন্তর তব সদা সাধু ব্রত।

৪১

কি হে সাধু ভাব দেখি ভূধর তোমাতে,
    পাপী ও যদ্যপি কভু যায় তব স্থানে,
অমনি সে ভাব আসি অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে
    সাত্ত্বিক ভাবেতে পড়ে পশি তার প্রাণে
দেবাধিক গুণ দেখি বলে ঋষিগণ,
স্বর্গ লাভে পর করা কিবা প্রয়োজন।

৪২

দেবতাত্মা তুমি মহা দেবতা নিশ্চয়,
    বিস্ময় [illegible] নত তব সুন্দর শরীর

* প্রত্নোকস—পুরাতন [illegible] নিবাস। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম কাশ্মীর অপর নাম আর্য্য দেশ।

ধরণী ধরিয়া আছে তোমার আশ্রয়,
অটল প্রশান্ত মূর্ত্তি কিবা সুগভীর !
অতুল মাহাত্ম্য তব দরশন করি,
তোমাতে অভিন্নরূপে আছেন শ্রীহরি।

শিশু।

কি সাধে তুলনা দেয় কবিদের মন
কুসুম সুষম সহ শিশুর আনন ?
কুসুমে কণ্টক কীট কহে সর্ব্বজন,
শিশুতে সে সব কিছু আছে কি কখন ?
চাঁদের সহিত তারে দিবে কি তুলন,
কলঙ্কের ছায়া তায় রয়েছে যখন !
আছে কি ত্রিদিব ধামে এ হেন সুষমা,
হে শিশো ! তোমার সনে যাহার উপমা ?
ললিত ললাম কায় সুন্দর গঠন,
কুটীল কটাক্ষ হীন তোমার নয়ন।
কোকিল পালক জিনি ক্ষুদ্র কেশ পাশ,
প্রশান্ত ললাটে নাই চিন্তা-রেখা ভাস।
সুনীল তারকা তব লোচন যুগলে,
ভ্রমর শোভিছে যেন শতদল দলে।
সরল লাবণ্য মাখা সুন্দর বদন
হেরিলে না হয় কার পুলকিত মন ?

অর্দ্ধস্ফুট বাক্য তব পীযূষ পূরিত,
শ্রবণে না হয় কার মন বিমোহিত !
সুধার অধরে তব মধুময় হাসি
ছড়ায় কি অপরূপ আনন্দের রাশি !
কোমল অঙ্গুলি গুলি কি সুন্দর দোলে !
চম্পকের দাম যেন বায়ুর হিল্লোলে।
জননীর কোলে তুমি বিরাজ যখন,
পূরব গগণে শোভে নবীন তপন।
অপরূপ ভাব তব হেরিলে নয়নে,
স্নেহের সঞ্চার কার নাহি হয় মনে ?
সহস্র চিন্তায় যার ব্যাকুলিত মন
তোমারে লইলে শান্তি লভে সেই জন।
বারেক উঠিতে হেলে পড় কত বার,
তবু ও না থাম চেষ্টা কর বার বার।
আয়াস উদ্যম গুণ দেখিলে তোমার,
লভয়ে মানব জ্ঞান অশেষ প্রকার।
কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে যখন,
থামিওনা বাধা বিঘ্ন দেখিয়া কখন।
কীর্ত্তিমান্ ব'লে যারা খ্যাত ধরাতলে,
তারা ও তোমার মত আছিল সকলে।
তাদের জীবন স্রোত হ'য়ে প্রবাহিত
কালসিন্ধু নীরে যথা হইয়াছে নীত।
দেখিও ভাবিয়া তুমি সেই সমুদয়
ভাবিলে মহৎ তুমি হইবে নিশ্চয়।

তোমার জীবনাকাশ হবে কি প্রকার,
দেবতা জানিতে নারে অন্যে কোন ছার।
হয়ত বা কৃষ্ণ মেঘে রবে আচ্ছাদিত,
অথবা সুবর্ণ করে হবে সুরঞ্জিত।
হয় হবে যে সে ভাবে—ললাট লিখন,
সত্য পথ লক্ষ্য যেন থাকে সর্ব্বক্ষণ।
ঐশ্বর্য্য অনেকে বলে প্রারব্ধের ফল
সুচরিত্র নিজায়ত্ত করিও সম্বল।
ধর্ম্মে মতি পাপে ঘৃণা ভক্তি গুরুজনে,
ঈশ্বরে বিশ্বাস যেন থাকে সদা মনে।
আর এক কথা শিশু জিজ্ঞাসি তোমায়,
পারিবে কি তাহা তুমি বলিতে আমায় ?
জননী জঠরে তুমি ছিলে হে যখন,
কি ভাবে ছিল বা তব মানস তখন।
কেন বা ভূমিষ্ঠ হয়ে করেছ ক্রন্দন,
দেখিয়া কি মায়া মোহ লোভের ছলন ?
হারায়েছ জ্ঞান রত্ন ভুলেছ ঈশ্বরে,
তাই বুঝি জানাইলে ক্রন্দনের স্বরে ?
হারান রতন মিলে খুঁজিলে যতনে,
পাবেনা কি জ্ঞান তুমি জ্ঞান অন্বেষণে ?
স্মরিলে বিস্মৃত কথা প'ড়ে যায় মনে
হইবে ঈশ্বর মনে সতত চিন্তনে।

নীতিমালা।

পরমেশ পদে সদা থাকে যার চিত,
লৌকিক যশের তরে সে কি লালায়িত ?
জ্ঞান-রত্ন লাভে যদি থাকে তব মন,
সামান্য ধনের লোভ করহ বর্জ্জন।
শান্তির সাগরে যদি ডুবিবারে চাও,
বিষয় সুখের পানে তবে কেন ধাও ?
দেশহিত সাধিবারে যদি অভিলাষ,
নীচ স্বার্থ হতে সদা থাকহ উদাস।
দুই দ্রব্য এককালে মেলে না কখন,
চাহিলে, উভয়ে করে দূরে পলায়ন।
বিদ্যার বিমল জ্যোতি হইলে প্রকাশ,
সংকীর্ণ সংস্কার যত হইবে বিনাশ।
অলসতা মহাশত্রু যদি পায় স্থান,
কি করিবে বুদ্ধি মেধা কিংবা শাস্ত্র জ্ঞান।
মধুকর করে যথা মধু আহরণ,
পুস্তক হইতে কর জ্ঞান নিষ্কাশন।
বন্ধুত্ব জগতে হয় সুখের আকর,
সদ্‌গুণ উপর তাহা করিছে নির্ভর।
মিত্রতা যাহার সহ করিবে স্থাপন,
শীলে গুণে নীচ যেন না হয় সে জন।
কুসঙ্গে যদিও পাপ না পশে তোমায়,
কলঙ্কের হস্তে কেহ নিষ্কৃতি কি পায় ?

সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই ত্রিভুবনে,
কায়মনে সত্য সেবা করিবে যতনে।
আপনি আপন শত্রু মিত্র আপনার,
বৃথা কেন দোষে নর অপর জনার!
পরহিংসা যদি তব নাহি থাকে মনে,
না করিবে হিংসা তব কভু কোন জনে।
নগরে সংযমতমনা শান্তিলাভ করে,
কি করিবে তপোবন অসংযত নরে?
কদাচ উদ্ধত ভাব কর না প্রকাশ,
ঔদ্ধত্যে সর্ব্বদা করে কার্য্যের বিনাশ।
কিবা ফল অন্য গুণ বিনয় ব্যতীত?
বিনয়ে দুর্জ্জয় ক্রোধ হয় পরাজিত।
বহুভাষিজনবাক্য নিষ্ফল কেবল,
স্বল্প কথা হয় কিন্তু কদাচ বিফল।
নানাবিধ চিন্তা হয় মনেতে উদয়,
সকলি প্রকাশ করা উচিত কি হয়?
অনেকের কথা পার করিতে শ্রবণ,
যারে তারে মনোভাব ব'ল না কখন।
কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা কর নিরূপণ,
যত শীঘ্র পার তাহা কর সমাপন।
আপন সাহস শক্তি নিপুণতা আর,
কার্য্যারম্ভ পূর্ব্বে প্রাজ্ঞ করিবে বিচার।
প্রাণপণে বিদ্যা অর্থ কর উপার্জ্জন,
ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণে ভুলনা কখন।

আপনার সুখে ভ্রম নিখিল ভুবন,
পাবেনা প্রকৃত সুখ কোথায় কখন।
পর-হিতে থাক, পর দুঃখের মোচনে,
আপনি তোমায় সুখ তুষিবে যতনে।
উন্নতি নিদান স্বাস্থ্য সর্ব্বসুখমূল,
পর উপকার ব্রতে সদা অনুকুল।
স্বাস্থ্যের নিয়ম সদা করিবে পালন,
ভগ্ন স্বাস্থ্যে সন্তাপেতে কাটার জীবন।
ধন মান ধর্ম্ম রক্ষা করে নরপতি,
হইও না অকৃতজ্ঞ কভু তাঁর প্রতি।
পিতৃসম ভক্তি যেন তার প্রতি রয়,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে কর তাঁরে ভয়।
উদ্যোগ উৎসাহ আর যত্ন পরিশ্রম
থাকে যার, অদৃষ্টেরে সেই ভাবে ভ্রম।
কর্ম্ম জন্য শুভাশুভ ফল যাহা হয়,
তারেই অদৃষ্ট ব'লে বিজ্ঞজনে কয়।
সচ্চিন্তা সৎকার্য্যে রত থাক অনুক্ষণ
আপনি সৌভাগ্য আসি দিবে দরশন
গর্ব্বশূন্য মনে তব লক্ষ্য উচ্চ স্থল,
ব্যবহার আর করি সুন্দর সরল,
মহাজন গত পথে হও অগ্রসর,
দেখিবে মহত্ত্ব তুমি লভিবে সত্বর।
সচ্চরিত্র ধরাতলে অমূল্য রতন,
অতুল সম্পদ তার না হয় তুলন।

২৯

নাহি তথা উপত্যকা দূর প্রসারিত,
নাহি তথা সুমধুর কাকলী পাখীর,
শ্যামল পাদপ দলে নহে সুশোভিত,—
কিন্তু যেন নগ্ন শোভা নগ্ন প্রকৃতির,
সরল লাবণ্যরাশি নির্ম্মল ধবল ,
ভয়ঙ্কর শীত করে রক্ষা সেই স্থল।

৩০

তিন দিক বদ্ধ যেন তুষার প্রাচীরে,
রহিয়াছে মধ্যে এক ক্ষুদ্র সমতল,
নিম্ন হ'তে মন্দাকিনী উঠি ধীরে ধীরে,
চলিছে উৎসাহমনে করি কল কল
ভগিনী অলকা কাছে যাইতে দুজনে
ভাগীরথী সহ পাপ তাপ নিবারণে।

৩১

তার কাছে প্রস্তরের মন্দির শোভন
পুরাতন কারুকার্য্য কিবা মনোহর!
মধ্যস্থানে মুণ্ডহীন মহিষ মতন
বিরাজে কেদার নামে দেব মহেশ্বর।
শীতভয়ে তুষারেতে হ'য়ে পরিণত
বৃষ্টি জল পড়ে শুভ্র তুলা খণ্ড মত।

৩২

অঞ্জলীকে থাকি যেন শ্বেত পুষ্প লয়ে,
দেব দেব মহাদেবে করিতে অর্চ্চন,

আনন্দেতে দেবগণ ভকতি হৃদয়ে
　　অলক্ষে চরণে তার করিছে অর্পণ।
কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, মরি ! কি সুন্দর স্থান !
ক্ষণেকে, ভক্তির গন্ধে পূর্ণ হয় প্রাণ।

৩৩

মহা প্রস্থানের পথ পবিত্রতা ময়,
　　মহাত্মা শঙ্কর হেথা হ'য়ে যোগময়
পঞ্চভূতে পঞ্চভূত করেন বিলয়,
শান্তিময় মধুরতা বিরাজে সতত।
কি গভীর ভাব হেথা করে উদ্দীপন !
কবিত্বে যোগিত্বে যেন মধুর মিলন।

৩৪

দুর্গম গোমুখী মুখে করিলে প্রবেশ,
　　বিবিধ সৌন্দর্য্য হয় মোহিত নয়ন ;
নব নব তরুলতা শোভিত প্রদেশ
　　নব নব পুষ্প গন্ধে পূরিত কানন,
সুপ্রকাণ্ড ভূর্জবৃক্ষ মস্তক তুলিয়া
প্রহরীর বেশে কোথা আছে দাঁড়াইয়া।

৩৫

কোন স্থানে নির্ঝরিণী নামিতে নামিতে,
　　খসাইয়া হৃদয়ের মুক্তামালা তার,
কুল কুল ছলে কিবা বলিতে বলিতে
　　আদরেতে সমীরণে দেয় উপহার ;

লইয়া সমীর পুন সূর্য্যের কিরণে
রঞ্জিত করিয়া দেয় বিবিধ বরণে ।

৩৬

জ্বলিছে ওষধি লতা তমসী নিশায়
দেব দেহ দ্যুতি সম হয় বিকীরণ
পশুপাল পদাঘাতে হতেছে কোথায়
প্রস্তর পতন ধ্বনি ঠনন ঠনন্,
ঝিল্লিরব মিশি তায় করে উৎপাদন
কিন্নর বধূর যেন নুপুর নিক্কণ ।

৩৭

কি অপূর্ব্ব শোভা গিরি হয়েছে তোমার
যম্নোত্রী প্রদেশে মরি ! দিতেছি যথায়
নীলাভ বরফ রাশি নীরদ আকার—
নীলাভ লাবণ্য ঢালি যমুনার গায় ।
প্রকৃতির লীলা স্থান, সৌন্দর্য্য সদন,
হেরে প্রেম ভক্তিভাবে মগ্ন হয় মন ।

৩৮

সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার তুমি হিমগিরিবর
লুক্কান মাধুর্য্য কত নিভৃত কন্দরে
রহিয়াছে তব যাহা নাহি জানে নর ;
কণামাত্র শোভা এই দরশন করে,
অপার আনন্দ নীরে হই নিমগন,
বিষয়ের সুখ যত তুচ্ছ ভাবে মন ।

৩৯

যে স্থান হইতে সপ্ত নদী প্রবাহিত,

সুপবিত্র সেই তব অঙ্গেতে প্রথম

বাসস্থান আর্য্যগণ করে মনোনীত,

বৈদিক ভাষার তথা হয়েছে জনম।

প্রত্নোকস * বলে তারে করে অনুমান,

পূজা ল'তে ইন্দ্র ! তথা ত্যজিত স্বস্থান।

৪০

পুণ্যবতী নদীগণে তুমি হিমালয়,

করিয়াছ করিতেছ যতনে পালন ;

মুনি ঋষি যোগী তোমা করিয়া আশ্রয়

লাভ করি সিদ্ধ পদ জিনেছে মরণ ;

স্থাবর গণের মধ্যে তুমি সমুন্নত,

উদার অন্তর তব সদা সাধু ব্রত।

৪১

কি হে সাধু ভাব দেখি ভূধর তোমাতে,

পাপী ও যদ্যপি কভু যায় তব স্থানে,

অমনি সে ভাব আসি অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে

সাত্বিক ভাবেতে পড়ে পসি তার প্রাণে

দেবাধিক গুণ দেখি বলে ঋষিগণ,

স্বর্গ লাভে আর কথা কিবা প্রয়োজন।

৪২

দেবতাত্মা তুমি মহা দেবতা নিশ্চয়,

বিনয় [illegible] নত তব সুন্দর শরীর

* প্রত্নোকস—পুরাতন [illegible] নিবাস। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম কাশ্মীর অপর নাম আর্য্য দেশ।

ধরণী ধরিয়া আছে তোমার আশ্রয়,
অটল প্রশান্ত মূর্ত্তি কিবা সুগভীর!
অতুল মাহাত্ম্য তব দরশন করি,
তোমাতে অভিন্নরূপে আছেন শ্রীহরি।

শিশু।

কি সাধে তুলনা দেয় কবিদের মন
কুসুম সুষম সহ শিশুর আনন?
কুসুমে কণ্টক কীট কহে সর্ব্বজন,
শিশুতে সে সব কিছু আছে কি কখন?
চাঁদের সহিত তারে দিবে কি তুলন,
কলঙ্কের ছায়া তায় রয়েছে যখন!
আছে কি ত্রিদিব ধামে এ হেন সুষমা,
হে শিশো! তোমার সনে যাহার উপমা?
ললিত ললাম কায় সুন্দর গঠন,
কুটিল কটাক্ষ হীন তোমার নয়ন।
কোকিল পালক জিনি ক্ষুদ্র কেশ পাশ,
প্রশান্ত ললাটে নাই চিন্তা-রেখা ভাস।
সুনীল তারকা তব লোচন যুগলে,
ভ্রমর শোভিছে যেন শতদল দলে।
সরল লাবণ্য মাখা সুন্দর বদন
হেরিলে না হয় কার পুলকিত মন?

অর্দ্ধস্ফুট বাক্য তব পীযূষ পূরিত,
শ্রবণে না হয় কার মন বিমোহিত !
সুধার অধরে তব মধুময় হাসি
ছড়ায় কি অপরূপ আনন্দের রাশি !
কোমল অঙ্গুলি গুলি কি সুন্দর দোলে !
চম্পকের দাম যেন বায়ুর হিল্লোলে।
জননীর কোলে তুমি বিরাজ যখন,
পূরব গগণে শোভে নবীন তপন।
অপরূপ ভাব তব হেরিলে নয়নে,
স্নেহের সঞ্চার কার নাহি হয় মনে ?
সহস্র চিন্তায় যার ব্যাকুলিত মন
তোমারে লইলে শান্তি লভে সেই জন।
বারেক উঠিতে হেলে পড় কত বার,
তবু ও না থাম চেষ্টা কর বার বার।
আয়াস উদ্যম গুণ দেখিলে তোমার,
লভয়ে মানব জ্ঞান অশেষ প্রকার।
কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে যখন,
থামিওনা বাধা বিঘ্ন দেখিয়া কখন।
কীর্ত্তিমান্ ব'লে যারা খ্যাত ধরাতলে,
তারা ও তোমার মত আছিল সকলে।
তাদের জীবন স্রোত হ'য়ে প্রবাহিত
কালসিন্ধু নীরে যথা হইয়াছে নীত।
দেখিও ভাবিয়া তুমি সেই সমুদয়
ভাবিলে মহৎ তুমি হইবে নিশ্চয়।

তোমার জীবনাকাশ হবে কি প্রকার,
দেবতা জানিতে নারে অন্যে কোন ছার।
হয়ত বা কৃষ্ণ মেঘে রবে আচ্ছাদিত,
অথবা সুবর্ণ করে হবে সুরঞ্জিত।
হয় হবে যে সে ভাবে—ললাট লিখন,
সত্য পথ লক্ষ্য যেন থাকে সর্ব্বক্ষণ।
ঐশ্বর্য্য অনেকে বলে প্রারব্ধের ফল
সুচরিত্র নিজায়ত্ত করিও সম্বল।
ধর্ম্মে মতি পাপে ঘৃণা ভক্তি গুরুজনে,
ঈশ্বরে বিশ্বাস যেন থাকে সদা মনে।
আর এক কথা শিশু জিজ্ঞাসি তোমায়,
পারিবে কি তাহা তুমি বলিতে আমায়?
জননী জঠরে তুমি ছিলে হে যখন,
কি ভাবে ছিল বা তব মানস তখন।
কেন বা ভূমিষ্ঠ হয়ে করেছ ক্রন্দন,
দেখিয়া কি মায়া মোহ লোভের ছলন?
হারায়েছ জ্ঞান রত্ন ভুলেছ ঈশ্বরে,
তাই বুঝি জানাইলে ক্রন্দনের স্বরে?
হারান রতন মিলে খুঁজিলে যতনে
পাবেনা কি জ্ঞান তুমি জ্ঞান অন্বেষণে?
স্মরিলে বিস্মৃত কথা প'ড়ে যায় মনে
হইবে ঈশ্বর মনে সতত চিন্তনে।

নীতিমালা।

পরমেশ পদে সদা থাকে যার চিত,
লৌকিক যশের তরে সে কি লালায়িত ?
জ্ঞান-রত্ন লাভে যদি থাকে তব মন,
সামান্য ধনের লোভ করহ বর্জ্জন।
শান্তির সাগরে যদি ডুবিবারে চাও,
বিষয় সুখের পানে তবে কেন ধাও ?
দেশহিত সাধিবারে যদি অভিলাষ,
নীচ স্বার্থ হতে সদা থাকহ উদাস।
দুই দ্রব্য এককালে মেলে না কখন,
চাহিলে, উভয়ে করে দূরে পলায়ন।
বিদ্যার বিমল জ্যোতি হইলে প্রকাশ,
সংকীর্ণ সংস্কার যত হইবে বিনাশ।
অলসতা মহাশত্রু যদি পায় স্থান,
কি করিবে বুদ্ধি মেধা কিংবা শাস্ত্র জ্ঞান ?
মধুকর করে যথা মধু আহরণ,
পুস্তক হইতে কর জ্ঞান নিষ্কাশন।
বন্ধুত্ব জগতে হয় সুখের আকর,
সদ্‌গুণ উপর তাহা করিলে নির্ভর।
মিত্রতা যাহার সহ করিবে স্থাপন,
শীলে গুণে নীচ যেন না হয় সে জন।
কুসঙ্গে যদিও পাপ না পশে তোমায়,
কলঙ্কের হস্তে কেহ নিষ্কৃতি কি পায় ?

সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই ত্রিভুবনে,
কায়মনে সত্য সেবা করিবে যতনে।
আপনি আপন শত্রু মিত্র আপনার,
বৃথা কেন দোষে নর অপর জনার!
পরহিংসা যদি তব নাহি থাকে মনে,
না করিবে হিংসা তব কভু কোন জনে।
নগরে সংযমতমনা শান্তিলাভ করে,
কি করিবে তপোবন অসংযত নরে?
কদাচ উদ্ধত ভাব কর না প্রকাশ,
ঔদ্ধত্যে সর্ব্বদা করে কার্য্যের বিনাশ।
কিবা ফল অন্য গুণ বিনয় ব্যতীত?
বিনয়ে দুর্জ্জয় ক্রোধ হয় পরাজিত।
বহুভাষিজনবাক্য নিষ্ফল কেবল,
স্বল্প কথা হয় কিন্তু কদাচ বিফল।
নানাবিধ চিন্তা হয় মনেতে উদয়,
সকলি প্রকাশ করা উচিত কি হয়?
অনেকের কথা পার করিতে শ্রবণ,
যারে তারে মনোভাব ব'ল না কখন।
কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা কর নিরূপণ,
যত শীঘ্র পার তাহা কর সমাপন।
আপন সাহস শক্তি নিপুণতা আর,
কার্য্যারম্ভ পূর্ব্বে প্রাজ্ঞ করিবে বিচার।
প্রাণপণে বিদ্যা অর্থ কর উপার্জ্জন,
ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণে ভুলনা কখন।

আপনার সুখে ভ্রম নিখিল ভুবন,
পাবেনা প্রকৃত সুখ কোথায় কখন।
পর-হিতে থাক, পর দুঃখের মোচনে,
আপনি তোমায় সুখ তুষিবে যতনে।
উন্নতি-নিদান স্বাস্থ্য সর্ব্বসুখমূল,
পর উপকার ব্রতে সদা অনুকুল।
স্বাস্থ্যের নিয়ম সদা করিবে পালন,
ভগ্ন স্বাস্থ্যে সন্তাপেতে কাটায় জীবন।
ধন মান ধর্ম্ম রক্ষা করে নরপতি,
হইও না অকৃতজ্ঞ কভু তাঁর প্রতি।
পিতৃসম ভক্তি যেন তার প্রতি রয়,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে কর তাঁরে ভয়।
উদ্যোগ উৎসাহ আর যত্ন পরিশ্রম
থাকে যার, অদৃষ্টেরে সেই ভাবে ভ্রম।
কর্ম্ম জন্য শুভাশুভ ফল যাহা হয়,
তারেই অদৃষ্ট ব'লে বিজ্ঞজনে কয়।
সচ্চিন্তা সৎকার্য্যে রত থাক অনুক্ষণ
আপনি সৌভাগ্য আসি দিবে দরশন
গর্ব্বশূন্য মনে তব লক্ষ্য উচ্চ স্থল,
ব্যবহার আর করি সুন্দর সরল,
মহাজন গত পথে হও অগ্রসর,
দেখিবে মহত্ত্ব তুমি লভিবে সত্বর।
সচ্চরিত্র ধরাতলে অমূল্য রতন,
অতুল সম্পদ তার না হয় তুলন।

অধিকারী সে রত্নের যেই মহাজন,
মর্ত্তভূমি তার কাছে অমর সদন।
সন্তোষ প্রসাদ যত সুদুর্লভ মণি,
আলোকিত করে সদা তার হৃদি খনি।
যশোমান বহু কষ্টে লাভ করে নর,
সে সকল হয় তার নিত্য সহচর।
অযত্নে অসাবধানে সে রত্নে কখন
বঞ্চিত না হও তাহে রাখিও স্মরণ।

অভিমান।

১

ত্রিভুবন মাঝে দেখি তুমি অভিমান,
বল বীর্য্য গৌরবেতে সবার প্রধান;
কভু দেব কভু নর
পিশাচের কলেবর,
দম্ভ দর্প গর্ব্ব নাম করিছ ধারণ,
মনের নিগূঢ় দেশে তব সিংহাসন।

২

মহত্তত্ত্বে জন্ম তব কার্য্যও মহৎ,
তৃণের মতন দেখ অসীম জগৎ;
প্রবল প্রভাবে যবে
শাসন করহ ভবে,
কার সাধ্য গতি তব রোধে সে সময়
মহাবল বিবেক ও মানে পরাজয়।

৩

সর্ব্বজন হৃদে তুমি কর বিচরণ,
সকলেই তোষে তোমা করিয়া যতন;
মুনি ঋষি কিম্বা যোগী,
ঐশ্বর্য্য-বিলাস-ভোগী,
দরিদ্র ভিক্ষুক পর্ণ-কুটীর-নিবাস,
সবার হৃদয়ে তব প্রচুর বিলাস।

৪

নর-নারী যুব-বৃদ্ধ তোমা ভাল বাসে,
অবোধ বালক, সেও ব্যগ্র তব আশে,
শিশু অভিমান করে
জননী সোহাগ ভরে
প্রলোভনে দ্রব্য কত কারি আনয়ন
করেন যতনে তার পরিতুষ্ট মন।

৫

বিমাতার বাক্য শুনি সুনীতি-নন্দন
অভিমানে চলি গেলা বিজন কানন;
হেন বস্তু যদি পায়,
দেখে নাই পিতা যায়,
ফিরিবে নতুবা বনে ত্যজিবে জীবন॥
অচিরে লভে সে পদ্ম-পলাশ-লোচন।

৬

মায়া হ'তে তুমি কভু ফিরাইয়া মন
পরমেশে ভক্তি-যোগ কর সংঘটন॥

সন্ন্যাসি-গণের আর
নাহি কিরে অহঙ্কার ?
বিশ্বজীবসহ ভাব করিবারে আশ,
সম্পূর্ণ মাত্রায় দেখি তোমার প্রকাশ।

৭

লজ্জা ঘৃণা নামে দুই তনয়া তোমার
কত রূপে সাধে তারা কুশল তোমার,
পড় যদি প্রলোভনে,
রাখে তারা সযতনে,
না শুনিয়ে যদি কর পাপ আচরণ,
অমনি শুকিয়ে হয় মড়ার মতন।

৮

ভীষণ মূরতি যবে করহ ধারণ
পলায় মানব তোমা করি দরশন,
লালসা বিলোল জিভা
নয়নে ক্রোধের বিভা,
উৎপীড়ন ভীম দণ্ড করি প্রদর্শন।
কালরূপে জীবগণে করহ চর্ব্বণ

৯

হেরিয়া রাক্ষস পতি বীর দশাননে
দেবগণ সদা ছিল শঙ্কান্বিত মনে
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু যম
আজ্ঞাবহ ভৃত্য সম

যার কার্য্যে সদাকাল ছিল নিয়োজিত,
তুমিই করাও তারে পাপে প্রবর্ত্তিত।

১০

সেরাজউদ্দৌলা * নামে বঙ্গের নবাব
করেছে যে পাপ সেও তোমার প্রভাব,
হরে ছিল কুলমান
অনেকের ধন প্রাণ
আপন গরবে সদা উন্মত্ত হইয়া
দেখিলনা পরিণাম বারেক ভাবিয়া।

১১

দেব রূপে যথা তব হয় আগমন,
ক্ষমা দয়া প্রত্যাহার দেয় দরশন।
আত্মায় বিশ্বাস করি,
সঙ্কীর্ণতা পরিহরি,
উন্নত আধ্যাত্ম-ভাবে হও দীপ্তিমান,
বীরের অধিক তোমা দেখি বীর্য্যবান্।

১২

অনুগত আর্ত্ত দুঃখী ভয়-ভীত জন
কাতরে তোমার কাছে লইলে শরণ
পুরাও কামনা যাহা,
অসাধ্য হলেও তাহা,
তখনি তাহারে তুমি করহ প্রদান,
ক্ষুব্ধ নও যদি হয় ত্যজিতে পরাণ।

১৩

অসুর-পীড়িত ইন্দ্র দধিচি আশ্রমে
নিবেদিলে সকাতরে দুঃখ যথাক্রমে,
মোক্ষ-অভিমানী মুনি,
দেবের দুর্গতি শুনি,
ত্যজিলেন দেহ দেব-মঙ্গল সাধনে
যথা জীর্ণবাস নর ত্যজে হৃষ্টমনে।

১৪

বিফল অপত্য স্নেহ, তুমি অভিমান!
মানবের হৃদে যদি হও অধিষ্ঠান,
দাতার আদর্শবীর
ধরি বৃষকেতু-শির
সস্ত্রীক ছেদন করে নিরশ্রু লোচনে,
দেব রূপে তুমি তার ছিলে ব'লে মনে

১৫

হীন বল পাণ্ডু-পুত্র বিজয়ে নিরাশ,
বিনয়ে বলিলে যথা ভীষ্মের সকাশ,-
"পিতামহ আজ্ঞা চাই
পুনঃ বনবাসে যাই,
জানিলাম আমাদের বিধি প্রতিকূল,
সমরে অজেয় তুমি বীরত্বে অতুল।"

১৬

পাণ্ডব মানস ভাব বুঝি ভীষ্ম বীর
আপন বাঞ্ছিত মৃত্যু করিলেন স্থির,

জামদগ্ন্য সনে রণে
যে জন নগণ্য গণে,
সে জন সমরে শর নির্ব্বিবাদে সয়,
উচ্চ ভাব বিনা অন্য সম্ভব কি হয় ?

১৭

দিল্লীশ্বর পৃথ্বী কান্যকুব্জ অধিরাজ,
দু'এর হৃদয়ে ছিলে ধরি ভিন্ন সাজ,
উভয়ে নৃপতি সুত,
সমান শোণিত যুত,
স্বাধীনতা তরে প্রাণ সঁপে এক জন
প্রতিহিংসা জ্বালি অন্যে ডাকিল মরণ।

১৮

স্বাধীনতা সহ তব অভেদ প্রণয়,
তোমার বলেতে সেত গরবিত হয়।
রাখিতে তাহার মান,
তুচ্ছ ভাব নিজ প্রাণ,
নিন্দকের কলরব ঘাতক কৃপাণ,
পারেনা দেখাতে ভয় তোমা অভিমান

১৯

অদৃষ্টের দুর্ব্বিপাকে তাহারে যখন
অধীনতা শত্রু আসি করে আক্রমণ
তখনি মরিতে যাও,
কার প্রতি নাহি চাও,

সহিষ্ণুতা যদি মৃদু কর-সঞ্চালনে,
না ধরে চরণ তব বিহিত যতনে।

২০

আছিল বিদুলা বামা বীরাভিমানিনী
ক্ষত্রোচিতা রাজসুতা মহা যশস্বিনী ;
পরাজিত মনঃক্ষুণ্ণ
বিষণ্ণ উদ্যম-শূন্য
তনয়েরে দেখিয়া সে কহিলা তখন—
"রণক্ষেত্রে কেন তব না হল মরণ ?"

২১

"সিংহের শাবক তুমি শৃগাল হইবে
কুলের কণ্টক ব'লে পরিচয় দিবে ?
ধিক্ ধিক্ কুলাঙ্গার
নাই কি পুরুষকার
নির্জীব জড়ের মত রহিবে কি প'ড়ে
ক্ষত্রিয় সমাজে মুখ দেখা'বে কি ক'রে ?

২২

দেখাও ক্ষত্রিয় তেজ বিক্রম তোমার
হউক অরাতিকুল বিধ্বস্ত এবার
বীর সৈন্য সাজাইয়া,
বীরমদে মাতাইয়া,
যাও শীঘ্র পুত্র তুমি হবে রণ-জয়,
অজর অমর কভু সিন্ধুপতি নয়।

২৩

জলন্ত তেজেতে শক্র কর আক্রমণ
হয় হবে রণজয় না হয় মরণ।
যায় যদি যশো-মান,
"কি কাজ রাখিয়া প্রাণ
কি ফল মমতা বল ঘৃণিত শরীরে,
রঞ্জিত না হয় যদি শক্রর রুধিরে ?"

২৪

জননীর উত্তেজিত বাক্যেতে তখন
উৎসাহে উন্মত্ত হল সঞ্জয়ের মন
ভীষণ সাহস ভরে
শক্র আক্রমণ করে ;
পলাইল সিন্ধুরাজ লইয়া পরাণ,
রণে জয়ী হইয়া সে রাখিল সম্মান।

২৫

অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অশ্ব করিলে বন্ধন
কহিলা পাণ্ডবগণ প্রবীরে তখন
"হয় হয় প্রত্যর্পণ,
নতুবা করহ রণ,
জান না পাণ্ডুর পুত্র জয়ী সর্ব্বস্থানে ?"
কষিল প্রবীর বীর-বীর অভিমানে —

২৬

"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণে মারি অন্যায় সমরে,
জয়ী হবে রণে বুঝি ভাবিছ অন্তরে ?"

এত বলি করে রণ,
অস্থির পাণ্ডবগণ
বিফল গাণ্ডীব গদা বিমুখ সকল
দেখিয়া পাণ্ডবগণ, আরম্ভিল ছল।

২৭

হায় রে! সে ছলে বীর বল হারাইল,
একাকী নির্ভীক চিত্তে, তবুও যুঝিল;
বীর কীর্ত্তি রাখি ভবে
ত্যজে দেহ সে আহবে,
অভিমানে জনা রাণী ত্যজিল সংসার,
পুত্রহন্তা সহ মৈত্র দেখিয়া রাজার।

২৮

কুরুপতি দুর্য্যোধন অভিমানী বীর,
ক্ষত্রধর্ম্ম রত, সদা প্রতিজ্ঞায় স্থির,
ভীষণ সমরানলে
নিজ দেহ কুতুহলে,
আহুতি প্রদান করি বৈকুণ্ঠেতে যায়,
সুরেন্দ্র সকাশে কত সমাদর পায়।

২৯

বীরের লাবণ্য শ্রীতে হ'য়ে দীপ্তিমান্
সূর্য্য সম সিংহাসনে করে অবস্থান;
দিব্য দ্যুতি দেবগণ.
পুণ্য শীল সাধুজন,

সতত সন্তোষে তারে করিয়া বেষ্টন,
দেখি রোষ-পর হ'ল ধর্ম্মপুত্র মন।

৩০

"যার তরে দ্রৌপদীর এত অপমান,
মহারণ্যে কষ্টে মোরা করি অবস্থান,
সে দুরাত্মা দুর্য্যোধনে
পূজে সাধু নৃপগণে,
দেখিতে না পারি আমি দেবগণ আর,
লয়ে চল ভ্রাতৃগণ যথায় আমার।"

৩১

হাসিয়া নারদ তবে যুধিষ্ঠিরে কয়,
স্বর্গেতে বিরুদ্ধ ভাব উচিত না হয়।
এ দৃশ্য আশ্চর্য্য নয়,
রাজেন্দ্র এ সুনিশ্চয়,
বিধিমত ক্ষত্র ধর্ম্ম পালে যে নৃপতি,
সুরলোকে হয় তার শ্রেষ্ঠতর গতি।

৩২

যশোবন্ত পরাজয় শুনিয়া শ্রবণে,
অভিমানে রাণী তার কহে ক্ষুব্ধ মনে;
জীবন থাকিতে মোর
হেরিবনা মুখ ওর
মিবারের বীর বংশে জন্মিয়াছি আমি
রণে ভঙ্গ দিবে কিরে মোর যোগ্য স্বামী?

৩৩

আল্পের তুষার রাশি রোধে নাই যারে
সমবেত নৃপগণ যার কাছে হারে,
যাহার পৌরুষ স্থানে
মূর্খ কৃত অভিধানে,
"অসম্ভব" পলাইত দারুণ লজ্জায়,
আত্মবলে উন্নীত যে চরম সীমায়;

৩৪

সুসজ্জিত যোদ্ধৃগণ আজ্ঞা পেলে যার
নাশিত বিপক্ষগণে করি ছার খার,
ফরাশী-শোণিত নাশ
না করিয়া অভিলাষ
সেই বীর সিংহাসন করিল বর্জ্জন
ভাবিল হইবে বুঝি মঙ্গল সাধন।

৩৫

হায় রে অদৃষ্ট দেবী বিমুখ যখন
শুভ ফল তার আর হয় কি কখন?
সুদূর আফ্রিকা পারে
হেলেনার কারাগারে
বোনাপার্ট করিলেন দেহ অবসান,
সহিষ্ণুতা মাত্র তার রাখিল সম্মান।

৩৬

পতিব্রতা রমণীর ধরম রক্ষণে
অসীম সাহস তুমি দেও তার মনে,

রাখিতে সতীত্ব ধন
করে প্রাণ বিসর্জ্জন
অনলে অস্ত্রেতে কিম্বা তীব্র হলাহলে,
তুচ্ছ ভাবে মৃত্যু ভয় সে তোমার বলে ;

৩৭

জাতীয় গৌরব, তার (ও) তুমিই কারণ,
ধন লিপ্সা যশঃ স্পৃহা জ্ঞান উপার্জ্জন
উন্নতি সাধন তরে
মানব যতই করে,
অনাহারে অনিদ্রায় আপনা ভুলিয়া,
তুমি না থাকিলে সব হ'ত কি করিয়া ?

৩৮

তোমার বলেতে আজ উন্নত জাপান,
তুলিয়াছে আমেরিকা বিজয় নিশান ;
ইতালী করের ভার
বহে না এখন আর,
তোমার বলেতে তার নবীন জীবন,
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়াছে ব্রীটন-নন্দন।

৩৯

জানিত বিশেষ রূপে পূর্ব্বেতে যেমন
ভুলেছে ভারত তব গৌরব এখন।
ছিল তার অভিমান !
যশো জ্ঞান ধন মান,

শ্রেষ্ঠ ব'লে সুবিখ্যাত ছিল ধরাতলে,
হারা'য়েছে তোমা ভুলে এবে সে সকলে।

বিলাসীর আক্ষেপ।

এত দিন শুধু করিলাম ক্ষয়
ভোগ বিলাসের সুখের আশায়,
বিন্দু বিন্দু করি শোণিত নিচয়
হ'ল কত ব্যয় বিষয় সেবায়।

না হইল সুখ না পূরিল আশা,
খুঁজিয়া দেখিনু যত সব ঠাঁই,
এটা ওটা সেটা, বাড়িল পিপাসা,
কোনটাতে কিছু সুখ নাহি পাই।

ছি ছি! আমি মূঢ় এত-যে যাতনা
পেয়েছি পেতেছি বিষয় লাগিয়া,
তবু করিতেছি তাহারি কামনা
ফিরিতেছি সদা ব্যাকুল হইয়া।

কি যে সুখ আছে বিষয়ে জানি না,
শোক তাপ দুঃখে মাখান কেবল,
তথাপি রে কেন ছাড়িতে পারি না,
বিষয় ভোগের বাসনা সকল।

ধিক্, ধিক্, ধিক্! শত ধিক্ মোরে,
ঘুরি ফিরি সদা কি কুহক ছলে,
ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের তরে,
অর্থকেই ভাবি পরমার্থ ব'লে?

ইন্দ্রিয়ের সুখ সেত সুখ নয়,
সে সুখ ত দেখি পশুরাও পায়;
মানবের কুলে যে জনম লয়,
সে কি সেই সুখে রত হবে হায়?

অনন্ত জ্ঞানের বিমল কিরণ,
নির্ধূম উজ্জ্বল সুস্নিগ্ধ সুন্দর,
দেখিতে না পেয়ে অন্ধ নরগণ
পাপ তাপানলে পোড়ায় অন্তর!

অনন্ত প্রেমের সুধাময় রস
চা'বে নাকি নর করিবারে পান,
বিষয়ের বিষে হইয়ে বিবশ
কেবল কি হায় হারা'বে পরাণ?

যশের লাগিয়া সদাই বাসনা,
সদাই ফিরিছি ভোগ-লালসায়,
অস্থায়ী দেহের স্থায়িত্ব কল্পনা
ভুলিয়া রয়েছি মোহিনী মায়ায়!

না পূরিতে সব অতৃপ্ত বাসনা,
জরা মৃত্যু আসি গ্রাস করে তায়,
কোথা প'ড়ে থাকে ভোগের কামনা
ক্ষণেকের ভোগ ক্ষণেকে মিলায়।

সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণ সীমায়,
ক্রমেই হতেছি বদ্ধ দৃঢ়তর,
অহংকারে তবু আছি অন্ধ প্রায়,
আপনাকে ভাবি কত বৃহত্তর।

ক্ষণিক বিরাগ ক্ষণেকে উদয়,
জ্বলে তনু যবে রোগের জ্বালায়,
নাহি আছে দৃঢ় ঈশ্বরে প্রত্যয়,
সন্দেহ তরঙ্গে চিত দোলে হায়!

পল পল করি যাইতেছে বেলা,
জীবন পরাহ্ন ক্রমে সমাগত,
না ভুলিনু তবু ইন্দ্রিয়ের খেলা
স্বলপ সলিলে মীনেরই মত।

বুঝেছি বুঝেছি ফুটেছে নয়ন,
মৃত্যুর আঁধার দেশে যেতে হবে,
না হইতে সন্ধ্যা করিব অর্জ্জন
সম্বল যা কিছু সাথে সাথে রবে।

বিবেক কহিছে ওই কানে কানে—
"বিলাস-শয্যায় ক'রনা শয়ন

তাকা'ওনা কভু প্রলোভন পানে
সত্য পথে সদা কর বিচরণ।"

"পরমেশ পদে সঁপি মন প্রাণ
লাজ ভয় সহ বীরের মত,
শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া হৃদে দাও স্থান,
প্রাণি-হিতে সদা হওরে রত।"

ওই যে ওই যে কহিতেছে মোরে,
'যেতে হবে সেথা হওরে সত্বর,
থাকিওনা আর মোহ নিদ্রা ভোরে
কাজ সেরে ত্বরা হও অগ্রসর।"

আর না আর না অমূল্য জীবন,
আমোদে প্রমোদে হইয়ে বিহ্বল,
করিব না কভু বৃথায় ক্ষেপন,
ধরম করমে কাটাব কেবল।

ঈশ্বর চিন্তনে ভ্রান্তি সমুদয়,
কুয়াসার সম যাবে পলাইয়া,
হৃদাকাশে মোর হবে জ্ঞানোদয়,
শান্তিসুধা লভি জুড়াইবে হিয়া।

জীবনের দিন বাকি যাহা আছে,
তুচ্ছ আশা তৃষা করি বিসর্জ্জন,

লোক লজ্জা ঘৃণা রাখি লোক কাছে,
নির্ভয়ে করিব কর্ত্তব্য সাধন।

স্বপ্ন।

ভাবনা হইতে জন্ম তোমার স্বপন!
নিদ্রার কোমল অঙ্ক তব রঙ্গ স্থল,
কি যে তুমি, লীলা তব করিতে বর্ণন
বিমূঢ় রসনা, ভাষা বিহীন-সম্বল।

আজন্ম অজ্ঞাত বস্তু, অদৃষ্ট অশ্রুত,
তাহাও নিদ্রিত মনে সমুদিত হয়,
বুঝিতে না পারে নর, এমতি অদ্ভুত!
হ'ত কি সে ভাব পূর্ব্ব জন্মেতে উদয়?

বিবিধ আকার তুমি করিয়া ধারণ
নিদ্রিত মানসে ক্রীড়া কর শত শত,
ইন্দ্রজাল সম তব কুহক দর্শন
করিয়া বিস্ময়ে নর মুগ্ধ হয় কত!

কখন প্রদান কর দুখীজনে সুখ
স্থাপন করিয়া তারে নরেন্দ্র আসনে,

সুখীজন কভু পায় নিদারুণ দুখ
ত্যজিয়া আলয় পড়ি বিজন কাননে।

স্বর্গের সৌন্দর্য্য কারে করাও দর্শন,
নরক যন্ত্রণা দেখি ভীত কোন নর,
হিংস্র জন্তু কোন জনে করে আক্রমণ,
পলা'তে পতিত হয় ধরার উপর।

কোন নর শূন্য-পথে গমন সময়,
দেহ ভার ধারণেতে অক্ষম হইয়া
নিম্ন দিকে বার বার সমাকৃষ্ট হয়,
ব্যাকুল সে ভূমি-স্পর্শ হইল বলিয়া।

আবার ঘটনা ক্রমে কেহ বা কখন
অগাধ সলিলে মগ্ন, অত্যন্ত অস্থির,
চেষ্টা করে ভাল রূপ দিতে সন্তরণ,
শ্বাসরোধ হয় যেন না চলে শরীর।

জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসহ কখন কখন
কর্ম্মেন্দ্রিয় কার্য্য করে করেছি শ্রবণ;
শয্যা ত্যজি কেহ করে দ্বার উদ্ঘাটন
দূরেতে দুষ্কর কর্ম্ম করে সম্পাদন।

ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্যে পার্থক্য তোমার
দৃষ্ট হয় যবে নর নিদ্রায় মগন,

ভক্ত দেখে দেব দেবী মূরতি তাহার,
হেরে প্রতিদ্বন্দ্বী রণে মত্ত বীরগণ।

খুলি ভবিষ্যৎ দ্বার দৈববাণী মত
কভু তুমি মানবেরে দাও উপদেশ,
সুধা সম ঔষধ লভিয়া নর কত
করে দুরারোগ্য তার ব্যাধির নিঃশেষ।

আছিল সবাকৃতিভিন সামান্য সৈনিক,
কে জানিত কে চিনিত অগ্রেতে তাহার?
দেখাইলে সিংহাসন, নহে কাল্পনিক,
অচিরে শাসিল গজ্‌নী ভূপতি-ভূষার।

বিবিধ বিষয়-চিন্তা বিরত মানব,
শান্ত স্থির কেন্দ্রীভূত-শক্তি যার মন,
সেও কি মোহিত দেখি মিথ্যা স্বপ্ন সব
আশায় নিরাশ হয় মোদের মতন?

তা নয়, তাহারে বুঝি দেখে পাও ভয়,
নিকটে তাহার তুমি কদাচিৎ যাও,
অথবা কি যে সকল প্রকৃত বিষয়
সুষুপ্তি সময়ে সব তাদেরে দেখাও?

নিদ্রাকালে দেখি মোরা যে সব স্বপন
নিদ্রাভঙ্গে সে সকল হয় মিথ্যাময়,

জাগ্রতে স্বপন তার হয় কি তেমন—
ভ্রম মাত্র এ সংসার—সত্য কিছু নয়!

এজগৎ দেখে কি সে চিত্ররূপের মেলা,
নিশার স্বপন সম নশ্বর জীবন,
কর্ম্মহেতু বৃদ্ধি মাত্র করমের খেলা,
মিথ্যা সমুদায়—নহে যথার্থ কখন?

মিথ্যা কিহে এ জীবন, মিথ্যা এ সকল?
এই ধন এই জন গৃহ অট্টালিকা
সত্য কিছু নয়! সব মিথ্যা কি কেবল?
চিরস্থায়ী নহে কিছু, সব কুহেলিকা?

এত স্নেহ এত প্রীতি এত ভালবাসা—
মিথ্যা কি সকল? বৃথা কি পুরুষকার?
বৃথা জ্ঞান মানবের উন্নতির আশা?
সকলি কি ছায়াবাজী, শূন্য এ সংসার?

শূন্য যদি, তবে এত যত্ন পরিশ্রম
কেন করে নর ব'লে আপন আপন?
বুঝিতে না পারি মোর জনমিছে ভ্রম,
হে স্বপ্ন যথার্থ মোরে দেখাও স্বপন।

ধ্যান।

যে ভাবেতে শকুন্তলা বসি তরুতলে
অনন্য-মানসে চিন্তে দুষ্মন্তের লাগি,
বাহ্য জ্ঞান শূন্য হায়! এমনি বিভোর,
পশিল না কর্ণে তার সে ভীষণ স্বর,—
দুর্ব্বাসার শাপ, বজ্র গম্ভীর নিঃস্বনে;
সেই রূপ ভাব যদি মনেতে ধারণ
করিবারে পারে কেহ, তবে সে বুঝিবে,
ধ্যানের কি অলৌকিক ক্ষমতা অসীম।
অথবা যে ভাবে সেই সরযূ বালারে*
অনিমেষ নয়নে নেহারে রঘুনাথ,—
নিস্পন্দ শরীর, বাম হস্ত বৃক্ষে তার,
রয়েছে স্থাপিত ঠিক যে ভাবে সে ভাবে.—
নাই জ্ঞান কি যে কার্য্য কি যে বেশ তার।
"লীন হল বৈকালিক আকাশের শোভা,"
লীন হ'ল শোভা গোধূলীর; সান্ধ্য ছায়া
ক্রমে ক্রমে গাঢ়তর হয়ে আবরিল
দিক্ সব, আবরিল ছাদ, তবু চেয়ে
অলোক সামান্য রূপা বালার দিকেতে,
এক ভাবে দাঁড়াইয়া চিত্রার্পিত প্রায়।
এইরূপ ভাব যদি হয়ে থাকে কার,
ধ্যানের আশ্চর্য্য শক্তি বুঝিতে পারিবে।

* সরযূবালা,—ক্ষত্রিয় কন্যা, দেবীমন্দীরের একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা। রঘুনাথের সহিত ইহার বিবাহ হয়। জীবনপ্রভাত।

হে ছাত্র! একান্ত মনে তুমি কি কখন
জ্যামিতির সুকঠিন অনুশীলনেতে
হওনি চিন্তায় রত? হ'য়ে থাক যদি,
শুননিত ডাক তব স্বজন গণের
অশন শয়ন তরে—"দ্বিতীয় প্রহর
নিশি এবে, এর পর জাগ্রত থাকিলে
হইবে অসুখ তব?" এই একাগ্র
ভাব তব,—এতো ধ্যান-শিক্ষার সোপান।

করেছ কি শিক্ষাদান তুমি হে শিক্ষক!
অনাবিষ্ট ক্ষীণমেধা ছাত্রেরে কখন?
থাক যদি, বার বার সংশোধিতে তারে
নিষ্ফল যতন করি, ভাবনি নিপুণ
ভাবে কভু—কি উপায় অনুকূল হবে?
না ভাবিয়া ফেলে দেও দৈবের দুয়ারে
যদি তারে, সুশিক্ষক বলিব না তোমা।
আর, যদি সে উপায় ভেবে থাক তুমি,
দেখি তার ভাব গতি মিলাইয়া সব,
ধ্যানের আভাস তবে বুঝিয়াছ কিছু।

সমর্পিত, বিচারক! তোমার করেতে
কঠিন বিচার ভার! সুকৌশলে, যাহে,
মিথ্যা হয়ে সুসজ্জিত জন্মাইছে সদা
সন্দেহ সবার। মনে তব এ সময়
হবে নাকি সমুদিত চিন্তা সুগভীর?—
কিরূপে সত্যের জয়—কিরূপেতে হায়

নির্দ্দোষ নিষ্কৃতি পাবে? নাহি হয় যদি,
জানিলাম আইনের দাস তুমি শুধু,
ধ্যানের মাহাত্ম্য বোধে নাহি শক্তি তব :
আর তুমি চিকিৎসক, প্রতিকার কর
রোগ কত ; কঠিন রোগীর সেবা কভু
করেছ কি তুমি? ভুলি নিজ দেহ, পশি
রুগ্নদেহে, যেন তুমি নিজে রোগী হয়ে,
ভেবেছ কি একমনে রোগ-নিরূপণে?
ভাবিয়া থাকিলে, ধ্যান শিখিবার তরে
বিলম্ব নাহিক আর বৈদ্যরাজ তব।
সুন্দর আশ্চর্য্য বস্তু হেরেছ কি তুমি
কখন পাঠক? নাহি হে'রে থাক যদি,
মনে কর সেই বস্তু সম্মুখে তোমার।
নিরখিছ নির্নিমেষ নেত্রে এক ভাবে
সৌন্দর্য্য তাহার তুমি ; দেখিতে দেখিতে
দেখিছনা যেন তুমি আর—সে সৌন্দর্য্য
অঙ্কিত অন্তরে তব গভীর রাগেতে ;
ইন্দ্রিয় শকতি হীন মন লিপ্ত তায় ;
চলে না চরণ তব, বলে না বদন
কিছু আর, ফিরে নাক অচঞ্চল আঁখি,
এমনি বিমুগ্ধ—চিত্র পুত্তলিকা মত
রয়েছ দাঁড়িয়ে, কেবা তুমি—কোথা তুমি-
নাই কিছু জ্ঞান—এই অনির্ব্বচনীয়

ভাব যে তোমার; এইরূপ জেন ধ্যান,
যদিও ক্ষণিক কিন্তু বড়ই কঠিন।
লভিতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান বস্তু বিশেষের,
শান্ত স্থির দৃঢ় ভাবে শুধু সে বিষয়ে
এক তান ভাবনা যে—সেই হয় ধ্যান।
কি দর্শন কি বিজ্ঞান গণিত জ্যোতিষ
ধ্যান হ'তে জনম সবার; অলৌকিক
ধ্যান-ফল বেদ, ধ্যান কবির কল্পনা।
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি; ধ্যানমূল সব।
জপ তপ যজ্ঞ হোম পূজা উপাসনা,
সকলেতে ধ্যান, ধ্যান লক্ষ্য সকলের।
আনন্দ দায়ক ধ্যান ভক্ত প্রেমিকের,
সাধকের সাধনায় সিদ্ধি সানুকূল,
যোগীন্দ্র জনের যোগ-সমাধি সহায়।
ধ্যানের অদ্ভুত কার্য্য অদ্ভুত শকতি,
প্রকৃতির গতিরোধ হয় ধ্যান বলে,
হৃদ পিণ্ড ক্রিয়া শূন্য, শোণিতের গতি
রুদ্ধ হয় নর দেহে; ধ্যানের নিকট
পরাভূত দুর্জ্জয় বাসনা, চিত্ত যেন
অচিত্তেতে পরিণত, বৃত্তিহীন হ'য়ে।
ধ্যানের প্রভাবে প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়,
বিবেকের অভ্যুদয়, বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান,
অচিন্ত্য ঈশ্বর হয় চিন্তার বিষয়।

সাংখ্য জ্ঞান বৌদ্ধ জ্ঞান ধ্যানে সমুদিত —
আলোকিত করিলেক সমগ্র ভুবন—
দেখাইল সূক্ষ্ম শক্তি স্থূলের জননী,
শূন্যে লয়, শূন্য হ'তে সবার বিকাশ।
দেখাইল জ্ঞান বলে কিরূপে মানব
লভিতে সমর্থ হয় সে নির্ব্বাণ পদ।
স্মৃতি ধৃতি মেধা আদি বৃত্তি যে সকল
মানব মনের, মন সহ সমুদায়
কেন্দ্রীভূত হয় ধ্যান বলে হৃদয়ের
নিভৃত সূক্ষ্মেতে ; সেই সূক্ষ্মে থাকি তারা
ধ্যানের প্রভাবে করে শকতি সঞ্চয় ;
সময় ক্রমেতে পরে বিস্ফূরিত হয়ে,
অতিক্রম করি বাধা বিঘ্ন রাশি শত,
অতুল দুর্দ্দর্ষ তেজে হয় প্রধাবিত,
জ্ঞানের আকাশে কিম্বা যশের সাগরে।
অশ্বত্থ-পাদপ বীজ কত ক্ষুদ্র দেখ,
কত ক্ষুদ্র স্থানে থাকি মৃত্তিকার নীচে
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে রস তাপ-শক্তি লয় ;
অঙ্কুরিত প্রবর্দ্ধিত হ'য়ে অবশেষে,
তুচ্ছভাবি শীতবাত অরিষ্ট সকলে,
নভোভেদ করি, করে শরীর বিস্তার।
কত ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী,—অন্ধকার ময়
ক্ষুদ্র স্থানে থাকি শক্তি করে রে গ্রহণ,
রাশি রাশি শিলাখণ্ড উপেক্ষা করিয়া,

ভাসাইয়া দেশ গ্রাম প্রবল প্রবাহে,
বিপুল কায়েতে মিশে সাগরেতে গিয়া।
মানবের মন-মধুকর-রাজ. সদা
বিষয়-ফুলের মধু পানেতে লোলুপ,
ইন্দ্রিয়-মধুপ সব প্রভুভক্ত প্রজা,
আজ্ঞামাত্র পূর্ণ করে বাসনা রাজার।
কি জাগ্রতে কি স্বপনে সঙ্গে সঙ্গে তারা
অনুগামী সদাকাল ; কিন্তু ধ্যান কালে,
ধ্যেয় বস্তু আস্বাদনে রত থাকে সদা
মানবের মন, ভক্ত ইন্দ্রিয় সকল
প্রহরীর মত থাকি সহায়তা করে।
ধ্যান পর মানবের অবনীমণ্ডলে
কি আছে দুষ্কর কার্য্য ? অসম্ভব কিবা ?
মন তার এক দিকে—অসাধ্য হলেও
সুসাধ্য হইবে তাহা। পরমাণু হ'তে
বৃহত্তর বস্তু যত করায়ত্ত তার,
করতল-গত যত পদার্থের মত।
বল বীর্য্য যশ মান সুদুর্লভ যাহা
নর ভাগ্যে, অযাচিত ভাবে সেবা করে
তারে সদা ; সমুদয় ঐশ্বর্য্যের তিনি
অধিকারী, কীর্ত্তিদেবী গুণ-ক্রীতা তাঁর॥
ধ্যেয় বস্তু একরূপ নহেত পাঠক !
ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যেতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ।
ভগবদ্ভক্ত কোন সাধু মহাজন,

নানাবিধ উপচারে ইষ্ট দেবতার
করিতেছে পূজা, ধ্যান নেত্রে নিরখিয়া
সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি আপন হৃদয়ে,
অতুল আনন্দ নীরে হতেছে মগন।
রোমাঞ্চিত কলেবর কণ্ঠ রুদ্ধ তার,
প্লাবিত হতেছে বক্ষ প্রেমাশ্রু ধারায়;
চাহে না সে ইন্দ্রত্ব শিবত্ব মুক্তিপদ,
চাহে শুধু সেই ভাবে থাকিতে সতত,—
সে চরণ সরোজের মধুকর হয়ে
করিবারে পান সদা সে রূপ মাধুরী।
রাখিতে অতুল কীর্ত্তি ভুবন ভিতরে
কেহ করে কীর্ত্তিদেবী ধ্যান, কোন নর
পূজা করে সরস্বতী বিদ্যার দেবীরে,
লভিবারে শ্রেষ্ঠপদ বিদ্বজ্জন মধ্যে।

স্বদেশ বৎসল কেহ স্বদেশ উদ্ধারে,
নাশিতে অসুর তুল্য শত্রু সমুদায়,
শিবজি, ওয়াশিংটন গ্যারিবল্ডি মত,
ধ্যান করে অসুর-নাশিনী চামুণ্ডারে।
আরাধনা করে কেহ বিশ্বকর্ম্মা দেবে
অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব যন্ত্রের নির্ম্মাণে,
দেখাইতে আপনার বুদ্ধি প্রখরতা।
ধ্যানে মগ্ন নিউটন আতার পতনে,
সুপ্রশস্ত, পরিষ্কৃত বিজ্ঞান জগতে,
করিলেন ভাস্করের লুপ্তপ্রায় পথ।

ভাস্করাচার্য্য—সুবিখ্যাত হিন্দু জ্যোতির্ব্বিৎ।

"সমে সমে" মহামন্ত্র জপিতে জপিতে,
মহামনা হানিম্যান ধ্যানে মগ্ন থাকি
উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-মত করেন প্রকাশ।
ওই দেখ জ্যোতির্ব্বিদ নিশীথ নিশায়
চেয়ে আছে এক মনে আকাশের পানে,
গণিতেছে গ্রহপতি, অনন্ত সিন্ধুর
দু একটি ফেণাবৃত লহরীর মত ;
দেখিতেছে হ্রাস বৃদ্ধি হতেছে কাহার,
কাহার বা স্থান চ্যুতি, লক্ষ্য ভ্রষ্ট কেহ,
এক ভাবে—নাই দৃষ্টি অন্য দিকে তার
শূন্য দেহ রাখিয়া ধরায়, যেনরে সে
মিশে গেছে আকাশেতে,—এও এক ধ্যান।
আর দেখ কত বিস্‌মার্ক গ্লাডষ্টোন কত,
নির্জ্জন গৃহেতে বসি সুস্থির মানসে,
পরাশর অত্রি আর্য্য নেতৃগণ নত।
বিশাল সাম্রাজ্য নীতি চিন্তায় মগন।
আবার অখ্যাত নামা কত মাইকেল
কাব্যের উদ্যানে বসি লয়ে ফুলচয়,
গাঁথিতেছে সুযতনে মালা এক মনে ;
নাই জ্ঞান আসিতেছে ধেয়ে তার দিকে
দরিদ্রতা তুফানের দুঃখের তরঙ্গ।
রণক্ষেত্রে শিবিরেতে কত বীরগণ,
বিরামদায়িনী নিদ্রা দেবীরে ভুলিয়া,
ভেবে ভোরে করিতেছে ব্যূহের রচনা—

কিরূপে বিপক্ষ-পক্ষ হবে পরাজিত,
সমবেত শক্তি জয়ে বোনাপার্ট যথা,
অথবা রক্ষিতে যথা জয়দ্রথে দ্রোণ
পুত্র শোকাতুর পার্থ-প্রতিজ্ঞ হইতে।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কত কূটার্থ লইয়া,
মনে মনে চিন্তা তার করিতে করিতে,
চলিয়াছে দুই চার ছ ক্রোশের পথ,
দৃষ্টি নাই—জলপাত্র হাতে মাত্র তার,
দৃষ্টি নাই—আসিতেছে শৌচ-ক্রিয়া হেতু,
এ সকলি ধ্যান,—ধ্যেয় পৃথক্ পৃথক্।

ক'রে থাকে বিচরণ কবিগণ সদা
ধ্যানের জগতে—কে কি ভাবে করে ধ্যান
বুঝিতে বিস্তর পারে কল্পনার বলে।
প্রবেশ করিয়া তারা পরের অন্তরে,
পরের চরিত্র ল'য়ে খেলা করে সদা;
আপন চরিত্র ভাব মিশা'য়ে কতক,
মার্জ্জিত সজ্জিত করি বিবিধ প্রকারে।
বুঝে বটে ধ্যান তারা, বুঝাইতে পারে
অপর জনের ধ্যান অপর জনেরে;
কিন্তু তারা নিজ-ধ্যান নিজে নাহি পারে,
পারে যদি, যোগিগণ শ্রেষ্ঠ তবে কিসে?
প্রতিভার কাছে পূজা পাইবার আশা
অন্তরেতে বলবতী রয়েছে তাদের,

সে আশা থাকিতে কভু পারে কি তাহারা
আত্ম-তত্ত্ব বিষয়েতে হ'তে নিমগন ?
বুঝেছ কি ধ্যান তুমি বলহে পাঠক ?
দেখিলেত এ সকল, অতৃপ্ত যদ্যপি,
ওই দেখ হিমাদ্রির নির্জ্জন কন্দরে—
শান্তির মাধুরী যথা চির-বিরাজিত—

যোগাসনে যোগীবর, বসিয়া একাকী,
নিমগ্ন গভীর ধ্যানে ; নিস্পন্দ নয়ন,
নিষ্কম্পিত কলেবর—নিষ্কম্প কমল
নিবাত সলিলে যথা, বহেনাক আর
নিশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু তাঁর, মৃত দেহ
যেন কেহ রেখেছে বসায়ে, কিন্তু না
মৃত তিনি—মৃত্যু জয় করিতে উদ্যত।

যে ঈশ্বর প্রেম সদা অমৃত স্বরূপ,
অনন্ত অক্ষয় চির-শান্তি প্রদায়ক,
দেবগণ যার লাগি লালায়িত সদা,
সে প্রেম-পীযুষ পানে সঞ্জীবিত তিনি।

হস্ত পদ মৃতবৎ যদিও শীতল,
ললাট মস্তক তাঁর দেখ উষ্ণ কত !
সমস্ত দেহের তাপ শক্তি এক হ'য়ে
রহিয়াছে যেন শীর্ষ প্রদেশেতে তাঁর,
আসিছে অপূর্ব্ব জ্যোতি সে স্থান হইতে।

এত মাত্র দেখিলাম বাহ্য ভাব তাঁর
অন্তরের ভাব আর জানিতে কি পাব !
আছে কি ক্ষমতা এত ? আছে কি মোদের
বিশুদ্ধ নির্ম্মল ভাব নির্ম্মল মানস,
পবিত্র চরিত্র যাহা ধ্যানের সহায় ?
অথবা সে ঐকান্তিক ভক্তি পরমেশে,
সমুদ্র গোষ্পদ তুল্য হয় যার বলে ?
কামনা-কলুষে মোরা কলুষিত সদা,
আপনি বুঝিতে নাহি পারি আপনার
চঞ্চল মনের ভাব, কেমনে জানিতে
পাব কি যে ধ্যান তাঁর, কেমনে বুঝিব
কি যে ভাব প্রত্যাহৃত মনের তাঁহার।
হয়ত সে ভাব ক্রমে ধীর সাবধানে
যাইতেছে সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম অন্বেষণে,
যেতে যেতে, ফিরিবারে চাহিছে আবার
বিদ্যুৎ গতিতে স্থূল বিষয়ের পানে,
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ আস্বাদনে ;
বুঝি তাঁরে অহঙ্কার কহিছে কাতরে,
কোথা যাও মরিবারে মারিয়া মোদের,
তোমা ছাড়া হলে মোরা কভু না বাঁচিব,
জান না কি সেথা গেলে কেহ নাহি ফিরে ?
বুঝিবা সে ভাব তাঁর হতেছে বিস্তৃত
অসীম বিশ্বের সীমা দেখিবার তরে,
ছিন্ন করি হৃদয় কেন্দ্রের গ্রন্থি সব ;

ত্যজি জড় দেহ তার, ত্যজি ধরাতল,
দশদিক প্রসারিত হতেছে সমান ;
ছাড়ি কত ভূলোক স্বরগ লোক কত,
অভিনব জীব জন্তু গিরি নদী বন,
দেখিতে দেখিতে কত সূর্য্য চন্দ্র তারা,
কত কত বৃহত্তর মহত্তর লোক,
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিপুল,—সমুদয়
অলৌকিক অভিনব আকার প্রকার,
অদ্ভুত বরণ—মায়া সূত্রে স্তরে স্তরে
গ্রথিত সুন্দর বিশ্ব-দেহে বিশ্বেশের,
মূহুর্ত্তে বিলুপ্ত কত, মূহুর্ত্তে উদিত
পুন কত—হীরা মতি মণি মালা যথা
নর দেহে উজ্জ্বল আভার চমকায়
ক্ষণে ক্ষণে। এ সকলে রাখি কেন্দ্র দিকে,
চলিছে সে ভাব ক্রমে প্রসারিত হ'য়ে,
দেখিতেছে সেইমত কিম্বা ততোধিক
অসংখ্য অসংখ্য আর কত কি রয়েছে—
অন্ত নাই তার। ক্ষণকাল বিস্ময়েতে—
স্তব্ধীভূত থাকি, আর নাহি চলিবারে
চাহে সেই ভাব, পাছে হারাইয়া যায়,
কি জানি কি বুঝি পারিবে না ব'লে,
এ অনন্ত বিশ্ব-বৃত্ত পরিধি বিহীন,
মানবের সাধ্য কিসে জানিবারে পারে !

না জানি বা সেই ভাব লিপ্ত আস্বাদনে
অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশের তাঁর
আনন্দ হ্রদের সেই আনন্দ সলিল,
ভেদ করি বহিস্থিত আবরণ সব—
অন্নময় প্রাণময় আদি কোষ যত—
নারিকেলোদক পানে যেমতি মানব,
ছাড়াইয়া খোসা খোল আদি একে একে,
মধ্যস্থিত জল তার লয় অবশেষে।
অথবা কোনই ভাব থাকেনা কো বুঝি!
ভাব কি থাকিতে পারে পরমাত্ম ধ্যানে?
থাকে যদি সেই ভাব পরমাত্ম-ময়।
কেমনে কি যে কি তার হতেছে অন্তরে,
কি রূপে পারিব বল বুঝিবারে আর,
বিষয়ের দাস মোরা, বিষয়ের ধ্যানে
যাই চল পাঠক ত্বরায়; কিবা ফল
ভাবিয়া এসব এবে? বিলম্ব হইলে,
বিমুখ হইবে প্রভু বিষয় আবার,
কাজ নাই থেকে হেথা ধ্যান ভঙ্গ হবে।

যম।

লোহিত বসন, লোহিত নয়ন,
নিবদ্ধ মুকুটে শির সুশোভন,

কৃষ্ণবর্ণ কায়, ভীষণ দর্শন
অসীম ক্ষমতা দেব তোমার।

নাই পক্ষপাত তোমার শাসনে,
নাই অব্যাহতি ধন বিতরণে,
তুমি ধর্ম্মরাজ না ভুল ক্রন্দনে,
অনুরোধ তুমি শুন না কার।

নহ নিরদয় নহ দুরাচার,
যে বলে সে কভু ভাবে না তোমার
ন্যায়ের বিচার মহিমা অপার,
ধর্ম্ম দণ্ডে তুমি কর শাসন।

সদা সদাচার সদা সুবিচার
তুমি দেব তব করুণা অপার,
দেশ কাল পাত্র রূপ বর্ণ আর,
কিছুতেই নাই ভেদ কল্পন।

জলধির জল কিম্বা সমীরণ,
উষর প্রদেশ, কানন ভীষণ,
কিম্বা তীর্থস্থান রাজ নিকেতন,
সকল স্থানেতে তবাধিকার।

শৈশব, বার্দ্ধক্য, অথবা যৌবন,
সর্ব্বকালে জীব করহ গ্রহণ,

হ'ল না কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন
বলিয়া কেহ না পায় নিস্তার ॥

হ'ল না বলিয়া দুরাশা পূরণ,
করে নাই কেহ চরিত্র গঠন,
করে নাই কীর্ত্তি স্তম্ভের স্থাপন ;
বলিয়া প্রতীক্ষা কভু না কর।

কি রাজা কি প্রজা কি ধনী নির্ধন,
সুখের অঙ্কেতে যাদের শয়ন ;
কিম্বা অশ্রুনীরে ভাসে দুনয়ন,
সকলের পর ক্ষমতা ধর।

ফল ছায়াযুত মহাবৃক্ষ মত
করিছে যে দয়া দুঃখীরে সতত,
কিম্বা বিদ্যালোকে যারা অবিরত
নাশিছে মূর্খের অজ্ঞান-তম।

অথবা যাদের বীর দর্প ভরে
কম্পিত বসুধা থর থর থরে,
আরোহিতে যারা যশের শিখরে,
তোমার নিকট সকলি সম।

তপন কাঞ্চন জিনিয়া বরণ,
সুন্দর আকার সুন্দর গঠন,

মনোহর রূপ জগতে যে জন,
তারে তুমি দেব দেখ যেমন ;

সেইরূপ তুমি দেখ হে আবার
যে জন কুরূপ কুৎসিত আকার,
অপ্রিয় দর্শন অঙ্গহীন-যার,
নাহিক পার্থক্য তব সদন।

জর্ম্মাণ জাপানী ইংরেজ ফরাসী,
কিম্বা এ প্রাচীন ভারত নিবাসী,
কাশ্মিরী পাঞ্জাবী ক্ষীণ বঙ্গবাসী,
তুল্য মূল্য সবে করে বহন।

শাক্ত, বৌদ্ধ কিম্বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ,
খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অথবা যবন,
সমভাবে সবে করিছ পালন,
অক্ষয় অতুল তব শাসন।

ক্ষুদ্র মীন কীট পশু পক্ষিগণ
সংসারে যতেক প্রাণী অগণন,
কেহই পারে না করিতে লঙ্ঘন
তোমার শাসন অপ্রতিহত।

দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বৃত্ত দুর্দ্ধর্ষ দুর্জ্জয়
হিংস্র জন্তু সম যত দস্যুচয়,
রাজার শাসনে করেনা কো ভয়,
সংযত তোমার দণ্ডে সতত ।

না থাকিত যদি শাসন তোমার,
বাড়িত পাপের প্রবাহ ধরায়,
হিংসা ক্রোধ লোভ কিম্বা অহঙ্কার
ভাবিত না ভ্রমে আপন সীমা ।

কোথায় সে বীর লঙ্কার রাবণ,
কোথা সেকন্দর মহত্ত্ব-রঞ্জন,
অথবা সিরাজ বীরত্ব-ভূষণ,
কোথায় তাদের গর্ব্ব গরিমা ।

কোথায় মামুদ কোথা তইমুর
কোথা আরঙ্গজেব অত্যাচারী ক্রূর
কিম্বা ক্রমোয়েল শিবজি চতুর,
ইতিহাসে খ্যাত রয়েছে যারা ।

শতজনে যারা রেখেছে দমনে,
দমিত তারাও তোমার সদনে,
তোমার শাসন আনত আননে
করেছে পালন সকলে তারা ॥

নিকষ পাষাণে অথবা অনলে,
সুবর্ণ রজত মানব সকলে
যেমতি পরীক্ষা করে ধরাতলে,
তেমতি পরীক্ষা জীবের কর ;—

লইয়া তাহার প্রকৃতি শোধনে
রাখহ তাহারে অসিপত্র বনে,
অনল হ্রদেতে, মুদ্গার তাড়নে,
ভয় প্রদর্শনে মালিন্য হর।

হায়রে ! মায়াতে অন্ধ জনগণ
স্বজন-বিয়োগে শূন্য-প্রাণ-মন,
মরম পীড়ায় করয়ে রোদন,
না বুঝিয়া তোমা কত কি বলে

কর্ত্তব্যে উদাস জীবনে হতাশ,
ইচ্ছা করে তারা ছাড়িতে আবাস,
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সব সুখ-আশ
যেন প্রিয়জন সহিত চ'লে।

শোক দুখে হ'তে করিতে মোচন,
কে আছে ধরায় তোমার মতন !
অসহ্য যাতনা জীবের যখন
অমনি করহ কোলেতে তারে।

কিন্তু তাপত্রয় হরণ কারণ,
যার বলে তব অক্ষুণ্ণ শাসন,
তাঁহার কোলেতে লইতে শরণ
মানব কখন নাহি কি পারে ?

প্রকৃতির সান্ত্বনা।

নিশীথে নির্জ্জন গৃহে কে তুমি মানব ?
কোমল শয়নপরে
বারেক শয়ন ক'রে
উঠিছ বসিছ, একি ! নিদ্রা নাই তব ?

ভ্রূকুটি বিকাশে তব ললাট কুঞ্চিত,
হৃদয়ের ভাব যেন
প্রকটিত হয় হেন,
চিন্তাবিষে হতেছ কি এত জর্জ্জরিত ?

কে দিবে সান্ত্বনা ? চাও সান্ত্বনা কিকার ?
খুলি বাতায়ন দ্বার,
চাহ দেখি একবার
নিবিড় আঁধার পানে নীরব নিশার।
বহিতেছে মৃদু স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ,

উপরে তারকারাজি,
অপূর্ব্ব শোভায় সাজি,
করিতেছে তব প্রতি কর বরিষণ।

স্বর্গধাম হতে যেন দেবতা সকল,
বুঝিয়া তোমার মন,
হাসিতেছে ক্ষণে ক্ষণ ;—
লজ্জিত শঙ্কিত তুমি হতেছ কেবল !

ইঙ্গিতে কহিছে তারা অজ্ঞাত ভাষায়,
"কেন নর চিন্তা রত ?
অশান্তিতে অবিরত,
শক্তির অতীত কার্য্য করিবারে চায় ?"

"সরল সত্যের পথ করি পরিহার
কেন হিংসা কেন দ্বেষ,
পরে কপটতা বেশ,
আত্মগ্লানি অনুতাপে দগ্ধ অনিবার ?

সেই ভাবা হাসি সহ নিস্তব্ধে আসিয়া,
মিশিয়া সমীর সনে,
চুপে চুপে পশি মনে,
জুড়াইছে জ্বালা তব যন্ত্রণা নাশিয়া।

নূতন ভাবেতে তোমা করিছে গঠন,
সেই তুমি যেন নও,—
অপর কেহ বা হও—
চিন্তা বিবর্জ্জিত এবে শান্তিপূর্ণ মন।

হাস্যময়ী বিভাবরী কৌমুদী মালায়,
শশধর নীলাম্বরে
রূপে দিশি আলো করে,
বিতরিছে সুধারাশি তৃষিত ধরায়।

যতই সন্তপ্ত তব হউক পরাণ,
হের ঐ শশী পানে,
সান্ত্বনা পাইবে প্রাণে,
ভুলে যাবে দুখে তাপ যত অপমান;

ভুলে যাবে সংসারের যত পাপাচার,
বার বার চাবে যত
বিমুগ্ধ হইবে তত,
উথলিবে হৃদে তব আনন্দ অপার!

'বিস্ময়ে বলিবে তারে কতই সুন্দর!
শুনি শশী যেন হাসি
কবে তোমা, "ধরা বাসি!
আমা চেয়ে আরো কত আছে মনোহর!"

পর কার্য্যে রত মোরা যাঁহার আদেশে,
তাঁহারি সৌন্দর্য্য বিন্দু-
কণামাত্রে আমি ইন্দু
কর্ত্তব্য পালনে ভ্রমি আপন প্রদেশে।

দারা পুত্র ত্যজি তোমা গিয়াছে চলিয়া
নগরে নগরে কত
ছুটিতেছ অবিরত,
নিদারুণ শোকে তুমি ব্যাকুল হইয়া ;

মরীচিকা পাশে কর জলের কামনা ?
নরে কি বুঝিবে তত
মনের বেদনা যত,
লোকালয়ে শান্তি-আশা শুধু বিড়ম্বনা।

এস এই নদীতটে কর দরশন,
কল কল করি জল
বহিতেছে অবিরল,
বহিতেছে স্নাত হয়ে মৃদু সমীরণ ;

বস হেথা ক্ষণকাল সেই সমীরণ
তব দেহ পরশিয়া,
যেন হাত বুলাইয়া,
করিবে তোমার যত সন্তাপ হরণ।

কে আছে নদীর মত জুড়া'তে জীবন ?
কেন হায়! নরগণ
আবিলতা আবর্জ্জন
তবু করে তার পূত গাত্রে নিক্ষেপণ।

কিন্তু নদী তাহে কিছু নাহি দেয় মন
সরাইয়া সে সকল
করে দান স্বচ্ছ জল ;
দয়া সহিষ্ণুতা-পূর্ণ নদীর জীবন।

ওই দেখ তরুবর সজ্জিত শোভায়,
বুঝি যেন তব ব্যথা
শির নাড়ি কয় কথা,
দিতেছে সান্ত্বনা যেন নীরবে তোমায়।

পুঞ্জীকৃত ধন রাখি তুমিহে কৃপণ,
ভার-বাহী পশুমত,
আস্বাদ না পাও তত,
ভয়ে ভয়ে চিন্তাদুঃখে কাটাও জীবন।

তুমিও এসনা, তরু দিবেহে আশ্রয়,
দিবে তার ধন যত
অযাচিত অবিরত,
দেখিবে কি শান্তিপূর্ণ তরুর হৃদয়।

~~সে হৃদয় তব হৃদে হবে প্রতিভাত,~~
তুমি অভিমানী নয়,
সহে না কথার ভর,
স্বল্পেতে ত্যজিতে চাও অমূল্য পরাণ !

পর্ব্বতের পাদদেশে চল একবার,
দেখ সে প্রকাণ্ড কায়
ভেদিয়া গগণ গায়,
রহিয়াছে অবনত করি শির তার,

গর্ব্ব নাই—বজ্রাঘাতে সতত সুস্থির,
কত ক্ষুদ্র তুমি তার,
পিপীলিকা হস্তী আর,
তবে কেন হও ক্ষুব্ধ সহজে অধীর ?

কিছুকাল যদি হেথা কর তুমি বাস।
থাকিবে না অধীরতা,
পাবে শান্তি সরলতা,
হইবে হৃদয় উচ্চ প্রীতির নিবাস।

সতত ব্যথিত তুমি মরম পীড়ায়,
যথা যার কাছে যাও,
সান্ত্বনা নাহিক পাও,
কে আছে—বুঝায়ে তব যন্ত্রণা জুড়ায় ;

কে আছে এ ধরাতলে? পাবে কি কাহারে,—
রোগেতে যে নহে শীর্ণ,
শোকে নয় কভু জীর্ণ,
কামনা কলঙ্ক ছায়া স্পর্শেনি যাহারে?

হায় রে! যে জন সদা আপনি কাতর,
সে কেমনে পারে বল,
অপরের অশ্রু জল
মুছাইতে ভাল রূপ; ছার সে অন্তর!

সরল সুন্দর এই শোভা প্রকৃতির
নিরখিলে একবার
মুগ্ধ মন নহে কার?
কার না তাপিত প্রাণ হয় রে শীতল?

কুসুমিত তরুলতা গহন কানন,
বিমল সরসী-জল,
শোভিত কমল দল,
অথবা রঞ্জিত মেঘে আবৃত গগন,

রয়েছে সান্ত্বনা ধারা সকলে সমান,
পবিত্র, মাধুর্য্যময়,
কামনা-মিশ্রিত নয়,
স্বার্থের মালিন্য তাহে নাহি পায় স্থান;

আপনি প্রকৃতি তাহা করিছে প্রদান
যত চায় তত পায়
ফিরে কেহ নাহি যায়
আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া পানে, স্নিগ্ধ কর প্রাণ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস।

দুস্তর সংসার-সিন্ধু বিষম সঙ্কট স্থান
মানবের দেহ তায় ক্ষুদ্র তরী ভাসমান;
দুইটী প্রধান স্রোত—সুখ দুঃখ সদা তায়
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে খরতর বেগে ধায়।
ভীষণ বাড়বানল অনুতাপ রূপে কত
প্রজ্বলিত স্থানে স্থানে, দহে তরী অবিরত।
পাপ পুণ্য গন্ধ বয়; প্রলোভন সমীরণে
কিবা পাপ কিবা পুণ্য সুকঠিন নিরূপণে।
ভ্রান্তি কুজ্ঝটিকা, যেন মরীচিকা মরুদেশে
আবির্ভূতা প্রতিক্ষণ মনোহর নানা বেশে;
কখন বালুকাময় চররূপে উপনীত,
আশ্রয়ের স্থল ব'লে করে নরে প্রতারিত।
রমণীয় উপকূলরূপে কভু সমাগত,
চুম্বক পর্ব্বতে শেষে হয় কিন্তু পরিণত।
বিঘূর্ণিতা জলগতি সে সাগরে অজ্ঞানতা,
মোহের আবর্ত্তে করে তমরূপে গভীরতা।

মাৎসর্য্যরূপ যত হিংস্র জলচরগণ,
লুক্কায়িত থাকি তারা করে তরী আক্রমণ।
যদি এ দুস্তর সিন্ধু প্রয়াণে থাকে প্রয়াস,
অচল-অটল-ভাবে কর ঈশ্বরে বিশ্বাস।
সে বিশ্বাসে দ্বিধা জ্ঞান করে যদি কোনজন,
অমনি অতল জলে হয় সেই নিমগন।
ভাসুক তোমার দেহ মৃদু স্রোতের হিল্লোলে,
পড়ুক পড়ুক কিম্বা দুঃখ ভীষণ কল্লোলে,
ডুবিবে না কভু তুমি, হইবে না দিশাহারা,
ঈশ্বর-বিশ্বাস রূপ যদি থাকে ধ্রুবতারা।
সেই ধ্রুবতারা তুমি একমাত্র লক্ষ্য করি,
কুলহীন পারাপারে বহিয়াও দেহ তরি,
বিবেকের কর্ণ তব হইবে না বিচলিত,
কর্ত্তব্যের দাঁড় আর কভু হবে না স্খলিত।
তুলুক প্রবৃত্তি-পাল সগন্ধ প্রলোভবায়
মানস-মাস্তুল তব টলিবে না কভু তায়।
স'রে যাবে কুম্ভীরাদি, কুয়াসা না রবে আর,
পড়িবে না আবর্ত্তনে ধীরে ধীরে দিবে পার।

ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণ।

সহসা টলিল হিমাদ্রি অচল
উছলি উঠিল জলধি-জল

হইল অদৃশ্য মিহির মণ্ডল
        আঁধারে আচ্ছন্ন গগনতল
পুণ্যবতী নারী রাজরাজেশ্বরী
ভিক্টোরিয়ার আজ লীলা সাঙ্গ হ'ল,
        ত্যজিল নশ্বর শরীর তাঁহার।

২

মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ, নীরব মেদিনী,
        স্তব্ধ সমীরণ মুহূর্ত্ত তরে ;
মুহূর্ত্ত নিশ্চল যত স্রোতস্বিনী,
নীরব বিহঙ্গ পাদপ'পর ;
চকিত, স্তম্ভিত, স্থাবর-জঙ্গম
চেতনাবিহীন অচেতনসম,
        অক্ষম বহনে শোকের ভার।

৩

মুহূর্ত্তের পর প্রলয় পবন
        বহিতে লাগিল আপন হারা,
মুহূর্ত্তের পর নিনাদি ভীষণ
বর্ষিল বারিদ সলিল ধারা।
শত শত শুষ্ক উত্তপ্ত উচ্ছ্বাস
        সহস্র হৃদয় ভরিল দুখে।

৪

শত অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল,
    উঠিল চৌদিকে ক্রন্দন রোল—

"হায়! দয়াময়ী মোদের ত্যজিল,
মা হারা হইনু,—শুধু এ বোল
কে দিবে অভয় করিবে যতন,
পুত্রনির্ব্বিশেষে পালিবে এখন,
কে আর মোদের রাখিবে সুখে?

৫

কে রাখিবে এবে ভারত-বাসীরে
সদয় ঘোষণা করিয়া দান,
বিজিত ঘৃণিত দলিত জাতিরে
কে তুষিবে আর করিয়া মান
প্রায়—স্বাধীনতা স্বায়ত্ত শাসন,
কার কাছে আর চা'বে প্রজাগণ,
কার কাছে হায় এখন যাবে?"

৬

সহসা আবার বিমল সুন্দর
আলোকে ছাইল বিমানপথ;
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখে যত নর
জ্যোতির্ম্ময় এক অপূর্ব্ব রথ,
স্বর্গীয় সৌরভে পূরিল ভুবন,
জ্যোতিষ্কমণ্ডল দিল দরশন
বহিল সমীর প্রশান্ত ভাবে।

৭

সে রথের আগে সুরবালাগণ,
মন্দারের মালা, চামর করে,
দেবদূতসহ করিছে কীর্ত্তন
ভিক্টোরিয়াযশ পুলক ভরে,—
"এস রাজেশ্বরি, কি কাজ ধরায়
উন্মুক্ত ত্রিদিব এসহ ত্বরায়
সিংহাসন তব অমর ধামে।

৮

তুমি ভিক্টোরিয়া সদ্গুণের খনি,
রবে তব কীর্ত্তি-গৌরব ভবে,
প্রাতঃস্মরণীয়া নারীকুলমণি
বলিয়া তোমায় পূজিবে সবে,
ভকত প্রজার করুণ রোদনে
বাড়িবে মমতা ; এনোনা শ্রবণে,
এস সতি ! চল পতির বামে।

৯

সুযশপূরিত সাম্রাজ্যশাসনে
প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গল তরে
সাধিয়াছ তুমি কত প্রাণপণে
শিক্ষা, শিল্প, জ্ঞান, বিস্তার ক'রে,

সহিয়াছ কত অম্লান বদনে
সহিতে হবে না আর ত জীবনে ;
ধরায় তোমার লীলার শেষ।

১০

সারদার সনে শুভদা কমলা
রয়েছে মিলিত তোমার গুণে
ক্রীত দাসী যত চঞ্চলা চপলা
কার্য্য করে তব আদেশ শুনে।
সম্ভব যা' তব হ'য়েছে সাধিত।
যথা চির শান্তি আছে বিরাজিত
রবেনাক শোক চিন্তার লেশ।"

১১

গায় দূতগণ করি যোড়পাণি,—
"আসিয়াছি মাতঃ তোমায় ল'তে"
অলক্ষ্যে অমনি বরদেহ প্রাণী,
দিব্য দেহ ধরি উঠিল রথে ;
অপূর্ব্ব কিরণে ধরা আলোকিল,
দ্বিগুণ সৌরভে দিশি আমোদিল,
বর্ষিল ত্রিদিব কুসুম রাশি।

১২

দ্যুতিময় রথ দ্যুতিতে মিশায়
দেখিলা কৃতান্ত বিস্ময় মানি,

হাহাকার পুনঃ উঠিল ধরায়
অমনি হইল আকাশবাণী।
"ব'স এডোয়ার্ড মাতৃ সিংহাসনে,
দাড়াও গৌরব ন্যায়ের শাসনে,
কিনো না কলঙ্ক, সুযশ নাশি।

১৩

অয়ি রাজেন্দ্রাণি! আলেকজাণ্ডারে
সাধ প্রজাহিত স্বামীর সাতে,
ক্ষমা, দয়া, শান্তি, ভুলনাক কারে,
হোক তব যশঃ অক্ষয় যাতে,
কেঁদনা ভেবনা হে কুমারগণ
যাও কর্ত্তব্যেতে, কহ প্রজাগণ
"জয় এডোয়ার্ড" সমান স্বরে।"

১৪

আবার নীরব, নীরব সকল
বিস্মিত মানস বিমান্দগতি,
আনন্দে বিষাদে চিন্তায় বিহ্বল
ফিরিল আবার ভূতল প্রতি;
"জয় ভিক্টোরিয়া, এডোয়ার্ড জয়"
সঘনে বদনে উচ্চারিত হয়,
মিলিত গভীর উচ্ছ্বাস ভরে।

বিবেকানন্দের দেহত্যাগে।

বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে,
কে বাজাবে বেদবীণা সুমধুর ঝঙ্কারে!
উচ্চ ভাব, উচ্চ কর্ম্ম, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম,
না জানি আশ্রয় আর করিবে বা কাহারে?
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে।

বিষয় বিপুল বনে কেবা পারে থাকিবারে?
আপনি আপন কাছে যড় রিপু হুঙ্কারে?
ভোগ সুখ পদ্ম-বনে ধায় মন বিচরণে,
কে রোধিবে গতি তার জ্ঞানাঙ্কুশ প্রহারে?
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে।

বিমথি বেদান্ত সিন্ধু ল'য়ে জ্ঞানামৃতধারে
কেবা বিলাইবে আর তৃষ্ণাতুর ধরারে?
কি নর, কি নারীগণে, শিক্ষিত সুবিজ্ঞজনে,
বিমোহনী বক্তৃতায় মোহিতে বল কে পারে?
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে।

দার্শনিক প্রশ্নজাল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অসিধারে?
বিখণ্ডিবে কেবা আর অতর্কিত বিচারে!
সিকাগোর—জগতের মহাসভা ধরমের,
কে করিবে সুসৌষ্ঠব সমুজ্জ্বল প্রকারে!
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে।

কর্ম্মে কর্ম্ম, জ্ঞানে জ্ঞান, কেবা চাবে মিশাবারে,
বর্দ্ধিতে সহানুভূতি পতিতের উদ্ধারে !
ধর্ম্মেতে অধর্ম্মাচার, প্রলোভন অত্যাচার,
স্বাধীন সুদৃঢ় মনে বিঘোষিতে কে পারে ?
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে।

হিংসক সংস্কারহীন একটী দেশ মাঝারে,
শঙ্কর চৈতন্য শুধু তত্ত্ব-সুধা প্রচারে ;
সমুন্নত নানাস্থানে, কে তুষিবে জ্ঞান দানে,
কেশব অধিক শক্তি দিবে আর কাহারে ?
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে !

সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, তপোবল, একাধারে,
অনন্তে অসীম প্রেম পাইবে না কোথাও রে।
সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান গুরুবাক্যে সদা ধ্যান
অটল বিশ্বাস ধর্ম্মে কোথা আছে তুলারে ?
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে !

পাইয়া উজ্জ্বল রত্ন থাকিয়া এ অন্ধকারে,
অভাগ্য ভারত আজি হারাইল তাহারে ;—
নবীন নশ্বর মূর্ত্তি, প্রদীপ্ত প্রতিভা স্ফূর্ত্তি,
সারল্যের সাচে গড়া সৌকুমার্য্যে মাথারে !
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে !

স্বভাব সুন্দরাকৃতি মহিমায় মণ্ডিতারে,
তারুণ্যে প্রাবীণ্যে তায় কারুণ্যের আভারে !
দৃষ্টিতে কি সরলতা, ভাষায় কি মধুরতা,
ব্যবহারে কি বিনয় সৌজন্যেতে ভরারে !
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে !

হলেও এ রত্ন জড় খনির তিমিরাগারে
হয়না সম্যক্ প্রভা বিকীরণ যথারে ;
তবু নিজ শক্তি বলে, ছড়া'য়েছে ভূমণ্ডলে,
সুশীতল, সুকোমল, সুবিমল বিভারে !
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে !

গাইবে সহস্র দেশ সে বিভার মহিমারে
অজস্র ঝরিবে যায় শান্তিসুধা-ধারারে !
গাইয়া সহস্র ভাষা, সফল করিবে আশা,
গাবে নাকি বঙ্গবাসী সে মহিমা গাথারে ?
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে !

এ রত্ন আঁপনা হ'তে আসে যায় এ সংসারে
সত্য শক্তি সঞ্চারিতে জীর্ণ দেহপ্রাকারে।
এ রত্নের নাহি মূল, স্বরগেতে নাই তুল,
অপার্থিব অনুপম অপরূপ শোভারে !
বিলীন বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ পারাবারে !

ভারতে ভারতীর আগমন।

বরষের পর বরষে আবার
ভাতিল অম্বরে কিরণ রেখা,
অতুল মূরতি দয়া মহিমার
রাতুল চরণ যেতেছে দেখা।

বরষের পর ঘুচিল আঁধার
পুরা'তে জুড়া'তে ভকত আশ,
আইল ভারতে ভারতী আবার
ত্যজিয়া সুখের ত্রিদিববাস।

অমল ধবল উজল বরণ
শোভিল সুন্দর আলোকি দিশি,
নবীন ভূষণে হাসিল ভুবন
নবীন উষার কিরণে মিশি।

নবীন মুকুল তরু শাখা'পর
বসিয়া কোকিল মধুর গায়,
নবীন-প্রসূনে বসিয়া ভ্রমর
দুলিছে মৃদুল মধুর বায়।

নবীন বসনা লতিকা হেলিয়া
পড়িছে নবীন মঞ্জরী-ভারে,
নবীন পাদপ আদরে তুলিয়া
ধরিছে অমনি সোহাগে তারে।

কাননে কাননে বিহঙ্গম গায়,
নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে ফুটিছে ফুল,
গুঞ্জরি গুঞ্জরি মধুর আশায়
পুঞ্জে পুঞ্জে ধায় মধুপকুল।

সবাই আজিরে আনন্দে মগন
গাইছে দেবীর মহিমা সবে
মূথ যাঁর পদ করিয়া স্মরণ
অমর হইয়ে রয়েছে ভবে।

বালক বালিকা পুলকিত মন
তুলিছে কুসুম ভরিয়া ডালা,
পূজিবারে ওই রাতুল চরণ
উল্লাসে আনন্দে গাঁথিছে মালা।

কেনরে মানস অলস-বিহ্বল
কেনরে নীরব, জাগরে ত্বরা
পূজিতে মায়ের চরণ-কমল
দেখরে জগৎ উৎসাহ ভরা!

আন শৈশবের বিমল বিশ্বাস,
সরল প্রাণের ব্যাকুল টান!
চলরে চলরে পূরাইতে আশ
করিয়ে তাঁহার মহিমা গান

ফুটাও হৃদয়ে ভক্তিশতদলে,
বসাও মায়ের মূরতি তায়—
দোলাও প্রেমের মধুর হিল্লোলে
তুলিয়ে সরস উৎসাহ বায়।

কমলে রাতুল কমল যুগল
পার যদি মন করিতে ধ্যান,
তবেত হবে রে জীবন সফল,
পূর্ণ পূজা তবে হবে রে জ্ঞান

স্তোত্র।

জয় বিশ্ব-আত্মা বিশ্বের বিধাতা
জয় বিশ্বধর বিশ্ব পিতা মাতা
তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি বিশ্বত্রাতা
জয় জয় বিভু নিত্য নিরঞ্জন।

জয় বিশ্বদেহ বিশ্ব নিকেতন,
জয় বিশ্বব্যাপী বিশ্ব বিমোহন,
সর্ব্ব-গত সর্ব্ব কারণ-কারণ,
জয় জয় প্রভু সত্য সনাতন

স্থজন, পালন, বিনাশ সাধন,
কটাক্ষে তোমার হয় সংঘটন,
অনাদি নিধন ত্রিতাপ হরণ
হতেছে হউক ইচ্ছাপূর্ণ তব।

গুণত্রয়াতীত গুণ-বিমণ্ডিত,
কর্ম্ম লিপ্ত তুমি কর্ম্ম বিবর্জ্জিত,
জ্ঞান বুদ্ধি যত হয় পরাজিত
এ রহস্য তব বুঝিতে হে ভব!

অনন্ত অসীম তুমি নিরাকার,
অনন্ত মহিম তুমি নির্ব্বিকার,
স্বল্প বুদ্ধির সসীম সাকার
জয় জয় সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ভূষণ।

এ অনন্ত বিশ্ব পরিধি বিহীন,
কে জানে তাহার কোথা কেন্দ্র লীন,
আদি শক্তিরূপে সে কেন্দ্রে আসীন
কর তুমি তায় শক্তি সঞ্চালন।

অনন্ত উৎস সে কেন্দ্র তোমার,
অনন্ত শকতি সৌন্দর্য্য দয়ার
প্রেম, শান্তি, ক্ষমা কতই যে তার
রূপ রস আদি হ'তেছে ক্ষরণ।

বিন্দু বিন্দু ক্রমে সে উৎস হইতে
আব্রহ্ম কীটাণু সমগ্র প্রাণীতে
জল স্থল ব্যোম বালুকারাশিতে
বিন্দু বিন্দু হ'য়ে হতেছে পতন।

ঘোর অন্ধকার অমা নিশিথিনী,
কল্পান্ত কালের আভাস-দায়িনী,
নীরবে জীবের শব্দ বিঘাতিনী,
নীরবে সে উৎস বিন্দুগুণ গায়।

ঊষার বিমল শীতল বরণ
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড উজ্জ্বল কিরণ
প্রদোষ প্রমোদ প্রভা সুশোভন
প্রতিভাত সেই বিন্দুর প্রভায়।

ভাতিছে জ্যোতিষ্ক নিচয় আকাশে
সুনীল সাগরে দীপাবলি ভাসে
সে উৎস বিন্দুর মহিমা প্রকাশে
জ্বলন্ত অক্ষরে মহিমা-নিলয়—

পাইয়া তোমার সে বিন্দুর বিন্দু
অনির্ব্বচনীয় সুধা ক্ষরে ইন্দু,
উচ্ছ্বাসে আবেগে উথলয় সিন্ধু
কি গভীর ভাবে ওহে ভাবময়।

সে বিন্দুর কণা সংযোগ উল্লাসে
জলধর কোলে সৌদামিনী হাসে
জল ধনু তনু সুন্দর প্রকাশে
প্রকাশে অনন্ত সৌন্দর্য্য তোমার।

বেদ উপনিষৎ শ্রুতি স্মৃতি যত
পুরাণ কোরাণ আগমাদি কত
সে বিন্দুর বলে গায় অবিরত
প্রভাব তোমার অসীম অপার।

নিবিড় বারিদ গগনে ঢাকিছে,
প্রবল পবন সঘনে বহিছে,
অশনি নিনাদে জীবেরে ত্রাসিছে,
যেন রে প্রলয়ে পৃথিবী গরাসে।

কভু ভূকম্পিত প্রাণিগণ ভীত
ভূতলে প্রোথিত কভু বিদারিত
সলিল প্লাবিত ধূমাগ্নি উত্থিত
তব উগ্র শক্তি-কণা পরকাশে।

অমল ধবল তুষার শোভন
অথবা বালার্ক বরণ মতন
ভাবিয়া কেহ বা তোমার বরণ
শ্বেত রক্ত রঙ্গে তব মূর্ত্তি গড়ে।

গলিত কষিত কাঞ্চন ছাঁকিয়া
অতসী সুষমা হরণ করিয়া
মনোমত করি আকৃতি আঁকিয়া
যত ভক্তজন তোমা পূজা করে।

নীল নীরদের লাবণ্য-চাতুরী
অপরাজিতার নীলিম-মাধুরী
নবদূর্ব্বাদল শোভা করি চুরি
নেহারে কেহবা কিরূপ তোমারি।

অনুপম তব মোহন মূরতি
আঁকিতে নরের আছে কি শকতি
প্রকৃতির অঙ্গ হেরি মুগ্ধ অতি
ভাবে সে তোমায় তাই অনুকারি

অনন্ত অচিন্ত্য ও রূপ বরণ,
অদৃশ্য অস্পর্শ্য তোমার গঠন,
অনন্ত অবোধ্য তোমার বচন
অবস্থান তুমি কর সর্ব্বস্থানে।

চৈতন্য-স্বরূপ তব কলেবর,
স্থাবর জঙ্গম ভূচর খেচর
জল স্থল আদি যত চরাচর
সজীব চেতন তব বিদ্যমানে।

গগনে গগনে ভুবনে ভুবনে.
ভূধরে সাগরে নদী প্রস্রবনে,
কুসুমিত তরু লতার দোলনে
বিরাজে তোমার করুণা অপার।

কোকিল কূজনে, শিখীর নর্ত্তনে,
কেশরী বিক্রমে, গজের গমনে,
মানব মস্তিষ্কে, হরিণ নয়নে
শকতি-কৌশল কতই তোমার।

তব হাসি কণা কুসুম-সুষমা,
সূর্য্য তব জ্যোতিঃ কণার উপম',
আনন্দ কণিকা পূরণ চন্দ্রমা,
পূর্ণানন্দ তুমি চিদানন্দ রূপ।

ঘুমন্ত শিশুর প্রশান্ত আনন
সারল্যের তব ক্ষুদ্র নিদর্শন,
ক্ষমা দয়া গুণ তব অতুলন,
প্রেম তব সদা অমৃত স্বরূপ।

সতীর পতির প্রতি প্রীতি আশ
হবে না সমান তব প্রেম পাশ,
জননীর দয়া সন্তান সকাশ
হবে না তোমার দয়ার সমান

অকৃত্রিম প্রেম অমৃত তোমার
সতত পবিত্র অসীম অপার
অকৃত্রিম ক্ষমা দয়া অনিবার
কোন কালে ভাব নাই প্রতিদান।

বিগত কামনা যোগীর ভাবনা
বিশুদ্ধ জ্ঞানীর সত্যের ধারণা
ভকত জনার হৃদয়-বাসনা
কল্পতরু তুমি ভক্ত কামনার।

জ্ঞানের তোমার না হয় ধারণা,
ধ্যানের তোমার নাহিক তুলনা,
আপন ধ্যানেতে মগন আপনা,
আপনিই তুমি গুরু আপনার।

তুমি জ্ঞেয় জ্ঞাতা তুমি ধ্যেয় ধ্যাতা,
তুমি স্রষ্টা পাতা বিধির বিধাতা,
তুমি সর্ব্ব শুভাশুভ ফলদাতা,
জয় জয় দেব সর্ব্ব মূলাধার।

বরেণ্যের প্রভু তুমি বরণীয়,
শরণ্যের প্রভু তুমি শরণীয়,
ভবার্ণব তরি তুমি অদ্বিতীয়
একমাত্র তুমি ভব-কর্ণধার।

তুমিই ঈশ্বর অক্ষর প্রণব,
তোমা হ'তে দেবগণ সমুদ্ভব
নাহিক তোমাতে কিছু অসম্ভব,
জয় জয় সর্ব্বকালেতে তোমার।

কাল শুধু তব মহিমা প্রকাশে,
ফলে শুধু তব গুণাবলী ভাসে,
ফলে শুধু তব সৌন্দর্য্য বিকাশে,
কাল জয়ী তুমি সর্ব্বসারাৎসার।

প্রার্থনা।

দয়ার সাগর তুমি হে প্রভু
ডাকি না তোমায় আমি ত কভু
বাসনা তোমারে দেখিতে চাই
কেমনে বলনা কোথায় পাই
বিশ্ব-বৃন্দাবন বিপুল কুঞ্জে
ভক্ত জন মন মধুপ গুঞ্জে
র'য়েছে তথায় বুঝি হে ভব!
প্রেমের সুন্দর আসন তব
আনন্দ রূপে কি কর বিরাজ?

এ ক্ষুদ্র হৃদয়-কণ্টকবনে।
আসিতে আশঙ্কা হয় কি মনে?
সত্য-সূর্য্য করে সে কুঞ্জ ভাত।
হেথা ঘোর তমে আঁধার জাত॥
পুণ্য সমীরণ সঞ্চরমান।
জ্ঞান করে সেথা সুগন্ধ দান॥
হেথা পাপ-ঝঞ্ঝাবাতে যে ক্ষত।
মোহ-মদে আছে দুর্গন্ধ কত॥
তথা মুক্তি শক্তি সতত তোষে।
হেথা কাম লোভ দংশিতে রোষে॥
বিনা মূল্যে সেথা সকলি পাবে।
বেশী মূল্য হেথা সকলে চা'বে॥
চির সুখ সদা বিরাজে সেথা।
রোগ তাপ দুখ কেবল হেথা।
প্রিয় বস্তু তব হেথা কি নাই,
আসিতে চাহে না তুমি কি তাই?
ফুটিবে কণ্টক এ হৃদি বনে।
হইবে বেদনা ভক্তের মনে॥
ভরিবে কর্দ্দম চরণ-পদ্মে।
লাগিবে তোমার ভক্তের সদ্মে॥
তাইতে এস'না বুঝিহে হেথা
থাকহ সুখেতে সতত সেথা।

কেমনে তবে হে দর্শন পাব
বাসনা আমার কোথায় যাব,
সে কুঞ্জে গেলে কি দেখিতে পারি।
এ বন-মমতা ছাড়িতে নারি॥
যদি বা ছাড়িয়া কখন যাই।
কুঞ্জের দ্বারা বাধা যে পাই॥
আছে কঠরতা কৃপাণধারী।
সম দম দুটী ভীষণ দ্বারী॥
সঙ্গে অলসতা ভীরুতা মোর।
স্তম্ভিত দেখিয়া সেরূপ ঘোর॥
ক্ষণমাত্র তারা আর না বয়।
কাজেই আমারে ফিরিতে হয়॥
যাইলে তোমার ভক্তের কাছে।
বুঝিবা তাহারা না আসে কাছে॥
দেওহে শকতি ভকতি-নাথ।
ধরিতে তোমায় ভক্তের সাথ॥
জগৎ জনের দুঃখের তরে।
প্রাণ যেন মম ক্রন্দন করে॥
জগতের হিত যাহাতে হয়।
মন যেন তাতে নিয়ত রয়॥
সম্পদ গৌরব দেখিলে কা'র।
মাৎসর্য্যে যেন না দংশয়ে আর॥

প্রার্থনা।

মিত্র ভাব যেন হৃদে জনমে।
পরানিষ্ট চিন্তা না করি ভ্রমে॥
প্রশংসা নিন্দায় যেন হৃদয়।
আহ্লাদে বিষাদে পূর্ণ না হয়॥
দিয়েছ মোদের যেটুক্ বল।
সৎকাজে যেন তা যায় কেবল।
একমাত্র লক্ষ্য, ভাবি তোমায়।
তত্ত্বজ্ঞানে যেন জীবন ধায়॥

